ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 March, 2021 ■ আগরতলা, ১৮ মার্চ ২০২১ ইং ■ ৪ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

করোনা রিটার্ন, মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান দ্রুত কোভিডের দ্বিতীয় পিককে থামাতে হবে

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে ভারত, সেই আত্মবিশ্বাস যেন উদাসীনতায় বদলে না যায়। যত দ্রুত সম্ভব কোভিডের দ্বিতীয় পিককে থামাতেই হবে, এজন্য দ্রুত ও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনার বর্তমান পরিস্থিতি এবং টিকাকরণ কর্মসূচি নিয়ে এদিন ভার্চুয়ালি বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদী এদিন বলেন, 'এই মহামারীকে আমরা যদি রুখতে না পারি, তাহলে জাতীয় প্রাদুর্ভাবের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। যত দ্রুত সম্ভব আমাদের কোভিডের দ্বিতীয় পিককে থামাতে হবে, এজন্য দ্রুত ও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা এখন যে স্থানে পৌঁছেছি, আমাদের যে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি সেই আত্মবিশ্বাস যেন উদাসীনতায় বদলে না যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'করোনার বিরুদ্ধে দেশের লড়াই এক বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ৯৬ শতাংশের বেশি মানুষ সুস্থ হয়েছেন। মৃত্যুর নিরিখেও ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক নীচে রয়েছে। দেশের কিছু রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।'

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'জনগণের মধ্যে যাতে ভয়ের পরিবেশ তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের। আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে এবং জনগণকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রচেষ্টায় অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে হবে আমাদের।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ছোট সরে টেস্টিং বাড়াতে হবে আমাদের। ছোট শহরগুলিতে 'রেফারাল সিস্টেম' ও 'অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক'-এর উপর বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। সংক্রমিত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব শনাক্ত করতে হবে।

বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৩৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২১,১৭,১০৪ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকাকরণ কর্মসূচি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দেশের টিকাকরণের গতি প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। একদিনে ৩০ লক্ষ মানুষকে টিকা দেওয়ার সংখ্যায় অতিক্রম করেছি আমরা। একইসঙ্গে ভ্যাকসিন ডোজ অপচয় হওয়ার বিষয়টিকে গম্ভীরতার সঙ্গে নিতে হবে। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভ্যাকসিন প্রভাবী হাতিয়ার। দেশের টিকাকরণ লাগাতার বাড়ছে।'

পাহাড় দখলের লড়াইয়ে ১৫৭ জন

আগরতলা, ১৭ মার্চ (হি.স.)।। ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে ১৫৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আজ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্তিম দিন তা চূড়ান্ত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র আইএনপিটি ছাড়া বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দল ঘোষণা অনুযায়ী প্রার্থীরা নির্বাচনে লড়ছেন। আইএনপিটি-র একজন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু কেন ওই প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন সে-বিষয়ে একাধিকবার দলের নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তারা বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ৬ এপ্রিল ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৮টি আসনে নির্বাচনে ১৮৫ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। স্ক্রুটিনি শেষে ১৮১ জনের মনোনয়ন পত্র সঠিক পাওয়া গিয়েছিল এবং চার জনের মনোনয়ন বাতিল করে বাকিদের কমিশন গ্রহণ করেছিল। আজ মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ছিল। তাতে দেখা গেছে, ২৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। ফলে, ১৫৭ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে, মনোনয়ন প্রত্যাহার শেষে বিজেপি-র ১৪ জন, সিপিআই-এর ১ জন, সিপিএম ২৫ জন, কংগ্রেস ২৮ জন, আইপিএফটির ১৭ জন, আইএনপিটির ৪ জন, অন্যান্য ৩০ জন এবং নির্দল প্রার্থী ৩৮ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সিলাছড়ি-মনু বংকুল আসনে আইএনপিটি প্রার্থী ধন সেন ত্রিপুরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন।

শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ২৬-২৭ মার্চ বাংলাদেশ সফর যাচ্ছেন মোদী

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৭ মার্চ (হি.স.): খুব বেশি দিন আর বাকি নেই, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে আগামী ২৬-২৭ মার্চ বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর। ঢাকা সফরের সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন নরেন্দ্র মোদী।

ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব বুধবার জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে আগামী ২৬ ও ২৭ মার্চ বাংলাদেশ সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনা মহামারীর শুরু থেকে প্রধানমন্ত্রীর এটাই প্রথম বিদেশ সফর।' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণেই বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন মোদী।

পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবীতে বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ জনজাতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/আগরতলা, ১৭ মার্চ।। পানীয় জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করল স্থানীয় জনগণ।তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ১৮ মোরা এডিসি ভেলিজের ৪৭ মাইলের টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়।দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় প্রপানীয় জলেরসংকট চলছে বারবার আবেদন-নিবেদন জানিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ।আজ সকাল দশটা নাগাদ ওই এলাকার উপজাতি জনগণ ক্ষুব্দ হয়ে হাঁড়ি কলসি নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে।জাতীয় সড়ক অবরোধের কারণে শত শত গাড়ি দু দিক দিয়ে আটকে পড়ে।

এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ গাড়ির মাধ্যমে জল দেওয়া হয় সেই জল দিয়ে প্রতিদিনের চাহিদা পূরণ হয়না ওই এলাকায়।।সংবাদ এর আরো জানা যায় ওই এলাকার জনজাতি অংশের মানুষেরা পানীয় জলের জন্য নিত্যদিন সংগ্রাম করতে হচ্ছে।বিশেষ করে শুখা মরসুমে পানীয় জলের উৎস গুলি শুকিয়ে যায়।ফলে পানীয় জলের জন্য হাহাকার দেখাদে এলাকায়।দশটা নাগাদ এলাকাবাসীরা ক্ষুব্দ হয়ে ৪৭ মাইল এলাকার জাতীয় সড়কে অবরোধ করে বসে।তাদের একটি দাবি জল চাই জল দাও।এ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ।অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন অবরোধ মুক্ত করার জন্য।

এদিকে, বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করে পুলিশ দ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার দাবিতে বুধবার সকাল থেকে মোহনপুর সীমনা পথ অবরোধ করেন মহিলারা।বুধবার সকাল থেকে সিমনা বিধানসভার বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যুৎ দপ্তর এর অফিসের সামনে মোহনপুর টু সিমনা প্রধান রাস্তার উপর বৈরাগীপাড়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় চুরি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া থানার নাকের ডগায় মঙ্গলবার রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।একটি দোকানের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরেরা।গন্ডাছড়া থানা সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। জানা যায় মঙ্গলবাররাতে গন্ডাছড়া থানার পাশে চরনজয় রিয়াং এর টং দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাটি ঘটে। দোকান মালিক বুধবার সকালে দোকান খুলতে এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বটতলায় হোটেলে যুবকের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। আবারও রাজধানী আগরতলা শহরে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শহরের বটতলা এলাকায় রাঙ্গামাটি হোটেলের রুম থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।বটতলা রাঙ্গামাটি হোটেল থেকে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানাজায় গন্ডাছড়া আশীষ সরকার নামে এক যুবক তার ভগ্নিপতিকে সঙ্গে নিয়ে রাঙ্গাউটি হোটেলে উঠেছিল। হোটেলের রুমে সে ফ্যানের সঙ্গে গামছা জড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর খবর দেওয়া হয় বটতলা আউটপোস্ট এর পুলিশকে।পুলিশ এসে হোটেলের রুম থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিপি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। জানা গেছে আশীষ সরকার নামে ওই যুবক জিও কোম্পানির এজেন্ট হওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল।কেন সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট কোনো কিছুই জানা যায়নি।

এএনএমপদে নিয়োগের দাবীতে স্বাস্থ্য দপ্তরে ধরনা বেকার যুবক যুবতীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। এ এন এম এবং এম পি ডব্লিউ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকারদের অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে বুধবার গোর্খা বস্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।বিগত চার বছর ধরে এ এন এম এবং এমপিডব্লিউ পদে নিয়োগ বন্ধ।

২০১৭সালের প্রথমদিকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শেষবারের মতো এএনএম এবং এম পি ডব্লিউ নিয়োগ করা হয়েছিল। ২০১৭ সালের শেষের দিকে ৭৯১ পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পদে নিয়োগ করা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দিকের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারের বিগত চার বছরের মধ্যে এএনএম এবং এম পি ডব্লিউ পদে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। অথচ রাজ্যে এ এন এম. এবং এম পি ডব্লিউদের জন্য শূন্য পদ রয়েছে। রাজ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকারের সংখ্যা বড়জোর ৮০০। দীর্ঘ চার বছর ধরে নিয়োগ বন্ধ করে রাখায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকাররা বিপাকে পড়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বারবার দেখা করার সময় চেয়ে চিঠি পাঠানোর সময় দেওয়া হচ্ছে না। স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে বহুবার এ বিষয়ে দাবি জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কিন্তু শূন্যপদে এখনো পর্যন্ত নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাতে শব্দ হয়েই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এএনএম এবং এম পি ডব্লিউ বেকাররা বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং ধর্না সংগঠিত করে। আন্দোলনকারীরা দাবি করেছে শূন্যপদ থাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলমচৌড়ায় পুড়ল বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। কলম চওড়া থানা এলাকার মানিক্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডে নাশকতার আগুনে পুড়ল একটি মোটর বাইক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।দুষ্কৃতীদের আগুনে পুড়ে ছাই বাইক।ঘটনার বিবরণে জানা মঙ্গলবার রাত্র আনুমানিক এক ঘটিকার সময় কলমচৌড়া থানাধীন মানিক্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের নজরুল ইসলামের হিরো হোন্ডা কোম্পানির এক্সট্রিম বাইকে রাতের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে জেতার জন্য এখনও আইপিএফটি-কে পাশে চাইছেন প্রদ্যুৎ

আগরতলা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে জেতার জন্য এখনও আইপিএফটি-র সহযোগিতা চাইছেন তিপ্রা-র চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। আজ তিনি তুলসিখরে নির্বাচনি জনসভায় জনজাতিদের মধ্যে একতার প্রশ্নে সমস্ত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলেকে একই ছাতার নীচে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আইপিএফটি-র এনসি দেববর্মা, মেবার কুমার জমাতিয়াকে আমি আজও শ্রদ্ধা করি, তাঁদের পাশে চাইছি। তাঁর পরামর্শ, জনজাতিদের কল্যাণে আপস করা ঠিক হবে না। তাই, অর্থ আর ক্ষমতার লোভের ফাঁদে পা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের তিলক নিশ্চই কপালে লাগবে।

প্রসঙ্গত, এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটি কিছুদিন আগে তিপ্রা-র সাথে আঁতাত করেছিল। কিন্তু, জোটধর্ম বজায় রেখে বিজেপি-র সাথেই এডিসি নির্বাচনে জোট বেঁধে লড়াইয়ে অবতীর্ন হয়েছে আইপিএফটি। আজ নির্বাচনি জনসভায় আইপিএফটি-কে ফের পাশে আনার টোপ দিয়েছেন প্রদ্যুৎ। তিনি বলেন, আমাদের কল্যাণে একমাত্র জনজাতিরাই ভাববেন। ফলে সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরি। তাঁর কথায়, অর্থ এবং ক্ষমতার মোহে জনজাতিদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। অনেকাংশে বিভাজনে সফলতা পেয়েছে। কিন্তু তাতে আখেরে ক্ষতি জনজাতিদের হচ্ছে, তা বুঝতে হবে।

প্রদ্যুৎ বলেন, আমি আজও এনসি দেববর্মা, মেবার কুমার জমাতিয়াকে শ্রদ্ধা করি। কারণ, জনজাতিদের কল্যাণে এবং গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড-এর জন্য সকলের মধ্যে একতা চাইছি আমি। তাঁর সাফ কথা, জনজাতিদের উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও ধরনের আপস করতে প্রস্তুত নই। তাই, আইপিএফটি আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনি লড়াইয়ে নামুক চাইছি। তাঁর সাফ কথা, আগামী দিনে সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরি।

আজ প্রদ্যুতের বক্তব্যে সাফ বোঝা যাচ্ছে, এডিসি নির্বাচনে জেতার জন্য এখনও আইপিএফটি-কে চাইছে তিপ্রা। কারণ, পাহাড়ের রাজনীতিতে তিপ্রাল্যান্ড অন্যতম হাতিয়ার। ফলে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডপির ডাক আইপিএফটি ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। হয়তো সেই উপলব্ধি থেকেই এডিসি নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত করার জন্য আইপিএফটি কাছে টানতে চাইছেন প্রদ্যুৎ।

আগরতলায় বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত

আগরতলা, ১৭ মার্চ (হি.স.) ।। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ জন্মাতো না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ-কথা বলে ভারত ও ত্রিপুরার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনার মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন।

তিনি বলেন, আজ আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন যথাযথ মর্যাদা ও আড়ম্বরের সাথে নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদযাপন করেছে। এদিন সকাল সাড়ে ৮টায় দূতালয় প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে এই দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

এর পর সকাল ৯টায় শুরু হয় ১০০ শিশুর অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। সকাল ১০টায় অফিস প্রাঙ্গণে সহকারী হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর সকাল ১০টায় জাতির পিতার স্মৃতিতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তার পর জাতির পিতার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও কর্মধারার উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

এদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কেক কাটা হয়েছে। এরপর এই দিবসের তাৎপর্য নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহকারী হাইকমিশনের প্রথম সচিব মোহম্মদ জাকির হোসেন ভুইয়াঁ। এই দিবসের তাৎপর্য এবং বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবন ও আদর্শে উপর আলোচনা করেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখক-গবেষক এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও মৈত্রী সম্মাননা সম্মানে ভূষিত্ব স্বপন ভট্টাচার্য।

সহকারী হাইকমিশনার মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাট্টা প্রাপ্ত জমি জবর দখল ঘিরে উত্তেজনার পরিবেশ কমলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। ধলাই জেলার কমলপুরের দুরাই শ্যামরাই ছড়া এডিসি ভিলেজে অসহায় উপজাতিদের পাট্টা প্রাপ্ত জমি শাসকদলের লোকজনরা জবর দখল করছে বলে তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর অভিযোগকারীদের বাড়ি ঘরে ঢুকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

দুরাই শ্যামরাই ছড়া এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা সুপর্ণা দেববর্মা, কার্তিক কন্যা দেববর্মা ও মুঙকরই দেববর্মার পাট্টা পাওয়া জমি সহ বেশ কয়েক কানি টিলা জমি বন্দুক উঁচিয়ে জবর দখলের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় পর বুধবার সকাল দশটা নাগাদ দুরাই শ্যামরাই ছড়া তাদের বাড়িতে গিয়ে দলবল নিয়ে প্রানে মারার হুমকি দিল দুষ্কৃতকারী সুবিনয় দেববর্মা ও অনুপ কুমার দেববর্মারা। ঘটনার পর মহিলারা বাধ্য হয়ে বুধবার কমলপুর থানায় সুবিনয় দেববর্মা ও অনুপ কুমার দেববর্মার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। জমি জবরদখল ও হুমকির ফলে দুরাই শ্যামরাই ছড়া এডিসি ভিলেজে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সুবিনয় দেববর্মা ও অনুপ কুমার দেববর্মা বিগত বামফ্রন্ট আমলে সিপিআইএম দলের লোক হিসেবে পরিচিত ছিল। ঐসময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৫৭ ▫ ১৭ মার্চ ২০২১ ইং ▫ ৪ চৈত্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বায়ু দূষণের তীব্রতা

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়াইয়া বিশ্বের কাছে সব থেকে বড় চিন্তার বিষয় হইল পরিবেশ দূষণ। যাহার মধ্যে অন্যতম হইল বায়ুদূষণ। এর তীব্রতা এতটাই প্রতিনিয়ত মারা যাইতেছে বহু মানুষ। বায়ুদূষণের থাবা থেকে মুক্তি পায়নি ভারতও। এহেন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বাড়াইয়া এক রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, বিশ্বের তিরিশটি সবথেকে দূষিত শহরের মধ্যে ২২টি ভারতেরই।

মঙ্গলবার বিশ্বে বায়ুদূষণ নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে আইকিউ এয়ার" নামের সুইজারল্যান্ডের একটি সংস্থা। "ওয়ার্ল এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্ট ২০২০" শীর্ষক রিপোর্টে ভারতে বায়ুদূষণের অত্যন্ত ভয়াবহ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১০৬টি দেশের উপর সমীক্ষা চালাইয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে বিশ্বের তিরিশটি সবথেকে দূষিত শহরের মধ্যে দিল্লি-সহ ২২টি ভারতেরই। শহরগুলি হইল--গাজিয়াবাদ, বুলন্দশহর, বিসরাখ জালালপুর, নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা, কানপুর, লখনউ, মিরাঠ, আগ্রা, মুজফরনগর, ভিওয়ারি, ফরিদাবাদ, জিন্দ, হিসার, ফতেহাবাদ, বান্ধওয়ারি, গুরুগ্রাম, যমুনানগর, রোহতক, দারুহেরা ও মুজফরপুর। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত রাজধানীর তালিকায় শীর্ষে রহিয়াছে দিল্লি। যদিও বিগত বছরের তুলনায় ওই শহরে বায়ুদূষণের পরিমাণ প্রায় ১৫ শতাংশ কমিয়াছে। ভারতে বায়ুদূষণের সবথেকে বড় কারণ হিসাবে যানবহন থেকে নির্গত ধোঁয়াকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এছাড়া, বিদ্যুত তৈরি, কলকারখানায় কাজ, চাষবাস ইত্যাদীও দূষণের অন্যতম কারণ। এদিকে, আইকিউ ইয়ার"-এর রিপোর্টে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলির তালিকায় শীর্ষে রহিয়াছে চিনের শিনজিয়াং।

২০১৭ সালে 'ল্যান্সেট' প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বায়ুদূষণে প্রতি মিনিটে দু'জন মানুষ মারা যাইতেছে। অর্থাৎ ফি-বছর সংখ্যাটা কয়েক লক্ষ ছাড়াইয়া গিয়াছে। বায়ুদূষণের কারণেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাই সবার আগে এগুলির মোকাবিলা করিতে হইবে। ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর পরিবেশের যেমন ক্ষতি হইতেছে, তেমনি প্রভাব পড়িতেছে মানুষের শরীরেও। অন্যান্য দূষণগুলির তুলনায় বায়ুদূষণই সবচেয়ে ক্ষতিকারক। আর এর ফলেই অকালে মারা যাইতেছে বহু মানুষ। মূলত কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির কারণেই বায়ুদূষণ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এছাড়া রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে, পৃথিবীতে প্রতি দিন গড়ে ১৮ হাজার করে মানুষ এই বায়ুদূষণের কারণেই মারা যাইতেছে। স্বাভাবিক কারণেই বায়ু দূষণের হাত থেকে পৃথিবী কে বাচাইতে হইলে মানুষকে আরো সচেতন হইতে হইবে। অন্যতায় মানবসভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। শুধুমাত্র সরকারি প্রচেষ্টা কিংবা পরিবেশবিদদের প্রচেষ্টাতেই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত হইতে রক্ষা মিলিবে না। এইজন্য সচেতন নাগরিকদের সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

শহরে এলেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল কুমার শর্মা

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। তারই মাঝে এবার শহরে বুধবার শহরে হাজির বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল কুমার শর্মা। আর বেশি দেরি নেই একুশের নির্বাচনের। নির্বাচনের আগে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক দলগুলি সভা মিছিল মিটিং করছে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। এরই মাঝে বুধবার অনিল কুমার শর্মা কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন। তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে জোর জল্পনা।। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

আলিপুরদুয়ারে চা বাগানে চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

বীরপাড়া, ১৭ মার্চ (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ভুটান সীমান্তবর্তী চা বাগানে উদ্ধার হল একটি চিতাবাঘের মৃতদেহ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বুধবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার অন্তর্গত ভুটান সীমান্তবর্তী মাকরাপাড়া চা বাগানের ২৯ নম্বর সেকশনে চিতাবাঘের দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন বনকর্মীরা। তাঁরা চিতাবাঘের দেহটি উদ্ধার করেন। বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের দলগাঁওয়ের রেঞ্জার দোরজি শেরপা জানান, চিতাবাঘটির মৃতদেহটি উদ্ধার করতে বনকর্মীদের পাঠানো হয়েছে। চিতাবাঘটির মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কমিশনের স্বীকৃতি মেলেনি, তাই ধার করা প্রতীকেই মনোনয়ন জমা আইএসএফ-এর

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি স)। সংযুক্ত মোর্চায় বাম- কংগ্রেসের শরিক হয়ে ভোটে লড়ছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট অর্থাৎ আইএসএফ। তাদের প্রতীক খাম। কিন্তু আদতে এই প্রতীক আইএসএফ-এর ধার করা। এই খাম প্রতীকটি বিহারের রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টির। তাদের নামেই এই চিহ্ন নথিভুক্ত রয়েছে নির্বাচন কমিশনে। ফলে আইএসএফ প্রার্থীরাও এই রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টির নামেই নির্বাচন কমিশনে মনোনয়ন পত্র জমা দিচ্ছেন।

আবেদন সত্বেও রাজনৈতিক দল হিসেবে এখনও নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি পায়নি আইএসএফ। ফলে বাধ্য হয়েই নির্বাচনে লড়তে অন্য দলের নাম প্রতীক ধার করতে হচ্ছে তাদের। সবমিলিয়ে যা দাঁড়াচ্ছে, প্রচারে থাকলেও আসলে সরকারি ভাবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আইএসএফ নামে কোনও দলই লড়ছে না।

কিন্তু কেন রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টি? আইএসএফ মেনে নিচ্ছেন দল গঠনের পর নির্বাচন কমিশনে নাম নথিভুক্ত করিয়ে প্রতীক জোগাড় করার সময় পাননি তারা। আর সেই কারণেই মূলত বিহারের দল রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টির নাম-প্রতীকে লড়াই করছেন আইএসএফ প্রার্থীরা। আইএসএফ-এর রাজ্য সভাপতি সিমুল সোরেন বলেন, "সচেতন ভাবেই আমাদের দলের নাম রাখা হয়েছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট দলের জোট রয়েছে। তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টিও রয়েছে।

আইএসএফ নেতার বক্তব্য, গত জানুয়ারি মাসে আমাদের দল গঠনের ঘোষণা হয়। তার পর এত কম সময়ের মধ্যে প্রতীক জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিশ পার্টির প্রতীক খাম চিহ্ন নিয়েই আমাদের প্রার্থীরা সর্বত্র লড়বেন।" আইএসএফ-এর রাজ্য সভাপতির দাবি, বিষয়টি বাম-কংগ্রেস নেতারাও জানেন। আইএসএফ-এর এই নেতা জানিয়েছেন, সংবিধান বাঁচাও পার্টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার মতো কয়েকটি ছোট দলও তাদের সঙ্গে রয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

১৩৭ তম মৃতুবার্ষিকীতে ফিরে দেখা

কার্ল মার্ক্সের চিন্তাসূত্র ও সামাজিক যুক্তিপ্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা আজও অমলিন

শোভনলাল চক্রবর্তী

অর্থনীতির অন্তদৃষ্টিতে মানুষই প্রথম, মানুষই শেষ। সম্পদের বন্টনের সুষ্ঠু সর্বজনগ্রাহ্য কোনও সূত্র না থাকলেও অর্থশাস্ত্র চর্চার মূল উদ্দেশ্য জীবনধারণের মৌলিক শর্তাবলী পালনে যে প্রতিবন্ধকতা, তা যথাসম্ভব দূর করা। আডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো যে-যুগে মানুষের দুর্দশা মোচনের কথা ভেবেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাত্তিক অর্থনীতির ধারণা ও চিন্তায় তার রেশ রয়ে গেছে। অর্থনীতি চর্চার উদ্দেশ্য সেই জন্য আজও অপরিবর্তিত। এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই কোনও স্থবির ধারণা থাকা সম্ভব নয়। নিশ্চলতার পরিবর্তে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতির প্রভাব তাই অনেকটা। আধুনিক সভ্যতার ভত্ত এই চলমান বস্তুবাদ। এই ধারণাকে মার্স অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাকে এবং তার চিন্তাধারাকে শুধুমাত্র একমাত্রিক বস্তুগত ধারণার মধ্যে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসবিদ ইরিক হবসবম বিংশ শতকে এই ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। তীর যুক্তি, মার্কসীয় দর্শনে কোনও সংকীর্ণ বস্তুবাদের কোনও জায়গা নেই। বরং তার মধ্যে যে উদার মানবতাবাদ নিহিত, তার এবং দেখাতে চেয়েছিলেন হবসবম। মার্সবাদ তেমনই আবার ইতিহাসগত দিক থেকে বিচার করার তাগিদে তার প্রতিটি সম-সময়ের প্রেক্ষিতে বিচার্য। দুর্ভাগ্য, এই দু'য়ের বিরোধ ঘটেছে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মাকবাদ

চর্চা, তা সে তাত্বিক হোক বা ফলিত হোক- বিপর্যস্ত হয়েছে। এই বিপর্যয়ের আশঙ্কা যে বর্তমান সময়েও দূরীভূত হয়নি, তা বলাবাহুল্য। আর সেজন্য আজও মার্সবাদ এবং তার চর্চাকে অকারণে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। মার্ক্সবাদকে কোনও একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে হয়তো তার কোনও একটি মাত্রার ওপর বেশি জোর দিতে হয়। কিন্ত তার মানে এই আপ্তবাক্য ও সেই কথাই বলে। সেই সত্যের স্বতঃ সিদ্ধতা মেনে চলচে অসুবিধা নেই, কিন্তু অনেক ৻৭ত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। মুনাফাকে আজও ক্যাপিটালিস্ট এক্সপ্লয়েটেশন বলেন, যারা তাঁরাও হয়তো নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে মনে করেন। কিন্তু মুনাফার পবিত্রাতা একজন ক্ষুদ্র বা মাঝারি উদ্যোগীর কাছে অনেকখানি তাৎপর্য বহন করে। বৃহৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে তকা আরও বড়। মার্ক্স মুনাপার ওফর অনেকচা জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু মানে সাধারণভাবে মার্ক্সের চিন্তার পরিধিতে ওই একটি মাত্রার ওফর সর্বাধিক জোর দৌখ্যয়া হয়েছিল-এমনটা নয়। এটি একটি অনুসিদ্ধান্ত মাত্র । মার্ক্সের তত্ত্ব একটি সময়ের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক দর্শনের ওফর প্রতিষ্ঠিত তার গুণগত কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে কিন্তু তার মানে তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা ভুল ছিল, এমন ভাবাটা ঠিক নয়। বর্তমান সময়ে মার্ক্সের চিন্তাসূত্রগুলি ধরে আমরা যদি সামাজিক যুক্তিপ্রয়োগের পথে হাঁটি, তবে অনেক নতুন ভাবনা উঠে আসে। মার্ক্সের জীবদ্দশার প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ (দ্য ক্রিটিক অফ গোথা প্রোগ্রাম) জার্মান শ্রমজীবী পার্টিকে চিরস্কার করেছিলেন কারণ তারা সমাজে সকল সদস্যের সমান অধিকার বলতু বঝেছিল যে শ্রমিক তার শ্রমের ষোলা আনা ফসল পাওয়ার অধিকারী হবে। এতে অবশ্যই শোষণ এড়ানো যায়, কিন্তু মার্ক্স এখানে বলছেন, শোষণ না থাকলেই যে মানুষের দাবি এবং অধিকারের ব্যাপারে শেষ কথা বলা হয়ে গেল তা নয়। প্রত্যেকের তাই-ই পাওয়া উচিত যা তার প্রয়োজন-মার্ক্সের প্রসিদ্ধ নীতিটি এই পরিপ্রেক্ষিতে উঠে এসেছিল। এই ব্যবস্থা চালু করতে গেলে একদিকে তিনি বলেছেন দরকার একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্থন, যাতে স্বার্থফরতা সমাজে কমে এবং অন্যদিকে দরকার অর্থনৈতিক এবং আর্থিক সাফল্যের সাহায্যে ভবিষ্যতে এই চাহিদা পূরণ করার সম্ভব। মার্ক্সের এই নীতি বিশ শতকের দুনিয়ায় বারবার ফিরে এসেছে। কিন্তু মার্ক্স যাকে নৈতিকতা বলেছিলেন সেটা বদলে গেল মানুষের উচ্চাকাঙ্খায় এবং হয়ে উঠল দাবিদাওয়ার বিষয়। মার্ক্স বারবার বলেছেন একটা মানুষকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপটে দেখা দরকার। কাউকে শুধু শ্রমিক হিসেবে দেখলে হবে না। আজকের দুনিয়ায় দক্ষিণপন্থী হওয়ায় সব মানুষকে এক মাসিক করে দেখার বিরুদ্ধে মার্ক্স হয়ে উঠতে পারেন এক প্রবল অস্ত্র। মার্ক্সের অপর যে আলোচনা আজ ভীষণ প্রাসঙ্গিক তা হল বস্তুগত বিভ্রম এবং তার সঙ্গে যুক্ত মিথ্যা চেতন্য। আদ ভারতের মসনদে যে দলটি রয়েছে তাঁদের কাজই হচ্ছে নিয়মিতভাবে এই বস্তুগত বিভ্রম তৈরি করে মানুষের মনে তাঁদের সম্পর্কে এক মিথ্যা চৈতন্য জাগ্রত করা। এই বিভ্রমের নতুন নাম জুমলা বা মিথ্যা প্রচার, যা মানুষকে সত্য বলে মনে ধরানোর জন্য রয়েছে নানা উপায়। যেমন কর্পোরেট পুঁজি পুষ্ট গোদি মিডিয়া যারা যে কোনও ঘটনার একাধিক বা স্রেফ উল্টো ব্যাখ্যা করেন, এদের পোশাকি নাম স্পিন ডক্টার এছাড়া রয়েছে শাসক দলের আইটি সেল, যেখানে ডিপ ফেক নামক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করা হয়। এমন এক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে গিয়ে মার্ক্স বলছেন দুটি জিনিসের কথা, বিপক্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অনুসন্ধীনী শিক্ষা। বিরোধীরা কি কেউ এই পথে হাঁটছেন? জ্ঞানতত্ত্বের পরিসরে যুক্তি প্রয়োদে মার্ক্স যে সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। সেই ধারণাকে পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ পরিস্থিতির গুরুত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু তার সঙ্গে ধারণার সাধারণ ধর্মের এবং সুদূরপ্রসারী ক্ষমতার কোনও বিরোধী নেই। সবশেষে দুটি কথা। প্রথমত, মার্ক্সের কল্যাণকর রাষ্ট্রের যে ধারণা তা আজ কর্পোরেট পুঁজির সঙ্গে দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারার মিলনে ভাবনাক ভাবে বিপদগ্রস্ত। দ্বিতীয়ত, মার্ক্সের বিভিন্ন অন্তদৃষ্টির সাহায্য নেওয়ার জন্য আমাদের যে মার্ক্সবাদী হতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। প্রথম সমস্যার সমাধানে তাই মতবাদ নির্বিশেষে পথ খোঁজা জরুরি। সুখের কথা কর্পোরেট পুঁজির বিপদ সম্পর্কে আজ মানুষ ক্রমশ অবগত হচ্ছেন। বহু অর্থনীতিবিদ ছাড়াও ব্লগেও সমাজমাধ্যমে কর্পোরেট পুঁজির যোগসাজসের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলছেন। ভারতের বর্তমান শাসককুল এই পুঁজির কুসন্তান। সামনে রাজ্যে ভোট। কল্যাণকামী রাষ্ট্র না কর্পোরেট পুঁজি? কার পক্ষে মানুষ থাকছেন তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে এই ভোটের ফলাফলে। পুঁজির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই দীর্ঘ তা একদিনে মিটে যাওয়ার নয়। তাই আমাদের সময়কার কবিয়াল গায়কের গলা মেলাতে ইচ্ছা হয়। হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড় জোর, তোমার আমায় দেখা হবে অন্য গানের ভোরে।

কোভিড-পরিস্থিতিতে গবাদিপশু ও পাখির অতিরিক্ত যত্ন নিন

ইন্দ্রনীল সামন্ত ও প্রদীপ কুমার দাস

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও আবহাওয়ার সামগ্রিক পরিবর্তনের ফলে আজ আমরা প্রলম্বিত গরম কাল ভোগ করি। সেই গরম কালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা এখন। প্রতি বছর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে মশামাছি ও নানা কীট পতঙ্গের সংখ্যা। সেই সঙ্গে বাড়ে পতঙ্গবাহিত রোগের সংখ্যা যা আজেকর কভিড পরিস্থিতিতে আরও জটিল ভয়ংকর। আজকের আলোচনা এই সব রোগ, তার প্রতিকার ও কোভিড পরিস্থিতিতে গবাগি পশু পাখির অতিরিক্ত যত্ন নেওয়ার উপায় নিয়ে।

গবাদি পশু পাখির পতঙ্গবাহিত রোগের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ঠিলেরিয়াসিস। এই রোগের কারণ হল ঠিলেরিয়া নামক একটি পরজীবী। এই পরজীবী একটি বিশেষে উকুনের মাধ্যমে ছড়ায়। গ্রীষ্মকালে উকুনের সংখ্যাবৃদ্ধি এই পরজীবীর বিস্তারে সাহায্য করে। এই রোগে আক্রান্ত গরুর জ্ব, শরীরের উপরিভাগের লসিকা গ্রন্থি ফুলে যায়া, অ্যানিমিয়া, লাল রঙের প্রস্রাব দেখা যায়। শূকরের দেহে জাপানিস এনসেপালাইটিস' ও ভেড়ার শরীরে ব্লু টাং রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। দুটি রোগের বিস্তারে মশা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানুষের মতোই গবাদি পশু পাখিরাও হোমেওথার্মিক, অর্থাৎ পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়া কমার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তন হয় না। এই পরিবর্তন শুধু দেখা যায় সরীসৃপের দেহে। শরীরের তামপাত্রা স্থির রাখতে গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত তাপ বার করতে হয় ঘামের মাধ্যমে। ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার সময়ে শরীর শীতল হয়। আমাদের রাজ্যে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে ঘাম শুকোতে পারে না। ফলে তৈরি হয় উষ্ণতাজনিত স্ট্রেস। অন্যান্য গৃহপালিত পশুপাখির তুলনায় স্ট্রেসের সর্বাধিক প্রভাব দেখা যায় ক্রসব্রিজ গরুর মধ্যে। যে ক্রসব্রিড গরুতে জার্সি বা হোলস্টাইন নামক উষ্ণতাজনিত স্ট্রেস থেকে জলশূন্যতা বা তৈরি হয়। ফলে রক্তচাপ কমে গিয়ে বিভিন্ন অংশে রক্তসরবরাহ কমে যায়। প্রাণীটি আক্রান্ত হতে পারে হিটস্ট্রোক এ। খিঁচুনি, চলাফেরায় অসুবিধা দেখা যায় এবং চিকিৎসার অভাবে গরুর মৃত্যু অবধি হতে পারে। এছাড়া সারা বছরের মতোই গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় পালান প্রদাহ রোগের জন্য।

আজ গোটা বিশ্ব একটি আণুবীক্ষণিক জীবের দাপাদাপিতে সন্ত্রস্ত।

প্রতিনিয়ত মানুষ ধেয়ে চলেছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। উপার্জনের পথগুলি বন্ধ হতে চলেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি আজ পুরোপুরি বিপর্যস্ত। এরকম পরিস্থিতিতে গবাদি পশুপাখি পালন খুঁজে দিতে পারে বিকল্প আয়ের পথ। প্রাচীন যুগ থেকেই এই কারণে কৃষির সঙ্গে গাঁটছনা বেঁধে পথ চলা পশুপাখি পালনের।

কোভিড পরিবর্তী পরিস্থিতিতে পশুপালন হতে চলেছে প্রধান আয়ের উৎস, কারণ বহু শ্রমজীবী মানুষ কাজ হারিয়েছেন নিজের রাজ্যে বা প্রতিবেশী রাজ্যে। পশুপাখি পালনের অন্যতম শর্ত হল একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রাণীগুলোকে রাখা, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গ থেকে রক্ষা করা, সুষম খাবার ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের বব্যস্থা করা এবং যথাসময়ে টিকাকরণের মাধ্যমে রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করা। অনেকে ভাবেন অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ রোগ প্রতিরোধ করতে পারে যা সর্বৈব মিথ্যা। প্রসঙ্গত উলেল্খ, কোভিড মূলত মানুষের একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ যা এখনও পর্যন্ত গবাদি পশুপাখিতে ছড়ানোর কথা জানা যায়নি। অনেকেস্ট্রই সাদভানতাবশত গবাদি পশুকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াচ্ছেন কোভিড থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সরকারি প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনওই এই জাতীয় ওষুধ খাওয়াবেন না। এই প্রবণতা ক্ষতি করে প্রাণীটির, ক্ষতি করবে আপনার পরিবারের এবং সমগ্র পরিবেশের।

প্রতিকারের উপায় কী?

পশুটিকে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা জল দিয়ে মাথা, গলা ধুয়ে দেওয়া দরকার। ঠাণ্ডা ছায়াযুক্ত স্থানে পশুপাথি রাখা। দুধ দোয়ানোর আগে ও পরে হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধোয়া। পালান ভাল করে অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ধোয়া। কীটের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা। ফাইলেরিয়া রোগ সংক্রমণকারী কীটটি গবাদি পশু ছাড়াও ইঁদুর ও বন্যজন্তুর মাধ্যমে ছড়ায়। কাজেই ইঁদুর ও বন্য জন্তুর নিয়ন্ত্রণ জরুরি। মশার সংখ্যা কমাতে জল জমতে দেওয়া উচিত নয়। জমা চলে ডিডিটির প্রয়োগ যথাযথ মত্রায় করা উচিত। রোগ সারানোর থেকে রোগ যাতে না হয় সেদিকে আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। গবাগি পশুর মুখ্য রোগ যেমন খুবাই, গলাফোলা, বাদলা, তড়কা, পিপিআর মূলত বর্ষাকালে দেখা যায়। কাজেই বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই এই সময়ে টিকাকরণ জরুরি। গ্রীষ্মকালে ভোরে বা বিকেলে যখন তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে টিকাকরণ করা উচিত। নিকটবর্তী সরকারি প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র এই লকাডাউনের সময়ে খোলা আছে। কাজেই প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র যোগাযোগ করে টিকাকরণের উদ্যোগ করে টিকাকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। টিকাকরণের পর প্রচুর জল আর ভিটামিন খাওয়াতে হবে। রোগ চলাকালীন টিকাকরণ করা যাবে না। টিকার মাত্রা ও প্রয়োগ যেন যথাযথ হয়। গর্ভবতী গরু ছাগলকে টিকাকরণ করা উচিত নয়। এই সাধারণ সতর্কগুলি যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে আমরা গবাদি পশুপাখিকে সুরক্ষিত রাখতে পারব এই দুঃসময়ে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ছবি- নিজস্ব।

মোদীর ঢাকা সফরে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ৩টি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ১৬।। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে।

মঙ্গলবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কোনো শীর্ষ সম্মেলন ছাড়া মাত্র ১০ দিনের মধ্যে পাঁচ দেশের সরকারপ্রধান আগে কখনোই আসেননি। তিনি বলেন, এটি খুব অস্বাভাবিক সময় (করোনাভাইরাসের কারণে)। তারপরও আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সরকারপ্রধানরা জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন। সফরকালে নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাাৎ করবেন এবং ঢাকার বাইরে দু'টি স্থান পরিদর্শনে যাবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দুই পরে মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেগুলো এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন জানিয়েছেন, দুই দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতারেত্রে সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা প্রতিটি সমঝোতা স্মারক নিয়ে কাজ করছি। আগামী দুয়েক দিনের মধ্যেই এর চূড়ান্ত দৃশ্যপট সামনে আসবে।

উল্লেখ্য, ভারত ছাড়াও বাংলাদেশের এই জমকালো আয়োজনে অংশ নেবেন নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপের সরকারপ্রধানরা।

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় উদযাপিত বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'শততম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১' উপলক্ষে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে বুধবার দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র সদন অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর ওপর আলোচনা সভা ও একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড় পবিত্র সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড় রাজশেখর বসু। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান তাঁর শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেছেন, দেশ ও জাতির প্রতি অসাধারণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা এবং বঙ্গবন্ধু আজ অভিন্ন সত্ত্বায় পরিণত হয়েছে। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'-বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে বলা যায় বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার বন্ধুই নন, তিনি বিশ্ববন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। ফিরহাদ হাকিম প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, "বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে সারা বিশ্ব বাঙালির প্রকৃত ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতো না। বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ নেতৃত্বের কারণেই বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি দেশ স্থান করে নিয়েছে।" ড় পবিত্র সরকার তাঁর বক্তব্যে বলেন, "শেখ মুজিবের মহানেতৃত্বের স্বরূপ, বিবর্তন ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা, অবিশেষজ্ঞের চোখে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন, যেখানে শোষিত ও অবহেলিত মানুষের কথা উঠে আসে।" তিনি বলেন, "বাঙালি জাতিয়তাবাদের অস্তিত্ব যখন হুমকির মুখে তখন শেখ মুজিবই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা রক্ষার্থে হাল ধরেন।" অধ্যাপক ড় রাজশেখর বসু তাঁর আলোচনায় বলেছেন, বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানে ও স্বাধীন বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্র গঠনের দিক থেকে হিন্দু ও মুসলিমদের সমান সুযোগ ও সমঅধিকারের বিষয়ে ভাবতে পেরেছিলেন। এই দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা যে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে পারে, সে বিষয়ে শেখ মুজিবের মনে কোন সংশয় ছিল না। আওয়ামী লীগের রাজনীতিই হোক বা মুক্তিবাহিনী হোক, শেখ মুজিব খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, 'আগামী বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ থেকে বাঙালি সংস্কৃতি মর্যাদার আসন নেবে'। এই ধরনের বক্তব্যে ছিল তাঁর বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন-একটি সার্বভৌমত্ব। শেখ মুজিবের রাজনীতির মধ্যে বার বার এসেছিল দরিদ্র নিবারণের বিষয় এবং সেই জন্য তাঁর কাছে সামাজিক ন্যায়, সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক ক্ষমতার বিষয়গুলি উঠে এসেছিল।

দূতাবাসের প্রথম সচিব (প্রেস) ড় মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, "দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী সকালে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান। এরপর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনান যথাক্রমে কাউন্সেলর (ক্রীড়া ও শিক্ষা) রিয়াজুল ইসলাম, কাউন্সেলর (কন্স্যুলার) মোঃ বশির উদ্দিন, প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) মোঃ শামসুল আরিফ এবং প্রথম সচিব (রাজনৈতিক-১) শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্র জীবনের স্মৃতি-বিজড়িত ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ)-এর বেকার গভর্নমেন্ট হোস্টেলে (কক্ষ নং-২৪) তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান-এর নেতৃত্বে উপ-হাইকমিশনের রাজনৈতিক, ক্রীড়া ও শিক্ষা, বাণিজ্য, কনস্যুলার এবং প্রেস উইং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মচারি, কলকাতায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ইন্ডিয়া অপারেশন্স-এর কর্মকর্তা/কর্মচারি, কলকাতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনের অডিটোরিয়ামে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুজিববর্ষের গান এবং কলকাতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ব্রততী বন্দোপাধ্যায় বঙ্গবন্ধুর ওপর কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। সবশেষে নচিকেতা চক্রবর্তী চমৎকার সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন এ উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক-১) শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি। অনুষ্ঠানে মাস্ক পরিধান এবং যথাযথ সামাজিক দূরত্ববিধি অনুসরণ করা হয়।

ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকে বাঁচল না নীলগাইটি

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ১৭।। পঞ্চগড়ের আটোয়ারীতে মৃত অবস্থায় একটি ভারতীয় নীলগাই উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (১৭ মার্চ) দুপুরে আটোয়ারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের খচপাড়া এলাকা থেকে নীলগাইটির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

উদ্ধারের পর বিকেলে নীলগাইটি জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ। প্রাণীটির ময়নাতদন্তের পর স্থানীয় বন কর্মকর্তার অধীনে টাঙ্গাঈলের ভূঞাপুরে বঙ্গবন্ধু সেতু আঞ্চলিক মিউজিয়ামে সংরণ করা হবে বলে জানা গেছে।

পুলিশ, বনবিভাগ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বুধবার দুপুরে আটোয়ারী উপজেলার তোড়িয়া ইউনিয়নের ভারতীয় দাঁড়খোর সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত থেকে নীলগাইটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। স্থানীয়রা নীলগাইটিকে দেখে ধাওয়া করে। পরে নীলগাইটি ওই এলাকা থেকে পালিয়ে প্রায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার পথ দৌড়ে মির্জাপুর ইউনিয়নের খোঁচপাড়া এলাকায় আশ্রয় নেয়। পরে স্থানীয়রা নীলগাইটিকে আহত অবস্থায় দেখে আটোয়ারী থানা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই মারা যায় নীলগাইটি। আটোয়ারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইজার উদ্দিন বলেন, 'নীলগাই পাওয়া গেছে এমন খবর পেয়ে আমাদের পুলিশ সদস্যরা সেখানে যায়। তারা গিয়ে দেখেন নীলগাইটি শ্বাসকষ্টে হাঁপাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা চিকিৎসা শুরু করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণীটি মারা যায়। পরে আমরা সেটিকে বনবিভাগের কাছে হস্তান্তর করি।'

আটোয়ারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'নীলগাইটি সম্ভবত ভারত থেকে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। কাঁটাতারের বেড়া পার হওয়ার সময় আহত হতে পারে। এছাড়া দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়ার কারণে হার্ট অ্যাটাকে মারা যেতে পারে। আমরা নীলগাইটির প্রাথমিক সুরতহাল করেছি।'

বনবিভাগের জেলা রেঞ্জ কর্মকর্তা ঋষি কেশ বলেন, নীলগাইটি ভারত থেকে এসেছে বলে ধারণা করছি। অনেক আগে এই প্রাণীটিকে বাংলাদেশের এ অঞ্চলে দেখা যেত। বর্তমানে বাংলাদেশে তেমন দেখা না গেলেও ভারতের কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায়। ধূসর বর্ণের পুরুষ প্রজাতির নীলগাইটি ১০০ থেকে ১২০ কেজি ওজন হতে পারে। উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট এবং ৪ ফুট চওড়া। নীলগাইটিকে টাঙ্গাঈলের ভূঞাপুরে বঙ্গবন্ধু সেতু আঞ্চলিক মিউজিয়ামে সংরণ করা হবে বলে তিনি জানান।

কথার খেলাপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, ক্ষোভ শিক্ষকদের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : কথা দিয়েও কথা রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদে ভোটের আগে লাগাতার অনশন-আন্দোলন চালাচ্ছেন এসএলএসটি ২০১৬ এর নবম - দ্বাদশ স্তরের মেধা তালিকাভুক্তরা। বুধবার তাঁদের সমাবেশে এসে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন বিজেপি-র শিক্ষা সেলের আহ্বায়ক দীপল বিশ্বাস।

বিক্ষোভকারীদের তরফে তৃণা হালদার বুধবার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "আমরা ফার্স্ট এসএলএসটি ২০১৬ এর নবম - দ্বাদশ স্তরের মেধা তালিকাভুক্ত অথচ ন্যায্য চাকরি থেকে বঞ্চিত প্রার্থী। এই সময় আমরা বিধাননগর সেন্ট্রাল পার্কের ৫ নং গেটের সামনে খোলা আকাশের নিচে গত ৩০.০১.২০২১ তারিখ থেকে ১৭.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত লাগাতার অবস্থান ও অনশনকারী।

আজ আমাদের অবস্থানের ৪৭তম দিন ও অনশনের ৩৭তম দিন। এসএসসি কমিশনের নিয়োগ সংক্রান্ত নানাবিধ অসঙ্গতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে আমরা সকল বঞ্চিত প্রার্থীরা মেয়ো রোডের প্রেস ক্লাবের সামনে টানা ২৯ দিন অনশন করি। আমাদের ওই অনশন আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিচার করে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে মাইক্রোফোন হাতে মেধাতালিকাভুক্ত সকল প্রার্থীকে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মাননীয়ার সেই প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবায়িত হয় নি। উপরন্তু মাননীয়ার নির্দেশে অনশনকারীর পাঁচ সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হলে পুনরায় দুর্নীতি করে ওই কমিটির সকলকে এবং তাদের ঘনিষ্ঠদের নিয়োগ করে আমাদের আন্দোলনকে থামানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের দাবী দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে হন্যে হয়ে ঘুরেও কোন সুরাহা না হওয়ায় আমরা পুনরায় ধর্ণা- অবস্থান ও অনশন আন্দোলনের পথ বেছে নিই। গত ৩০.০১.২০২১ তারিখ থেকে আমরা সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের ৫ নং গেটের সামনে উন্নয়ন ভবনের বিপরীতে আমাদের ধর্ণা- অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি পালন করে চলেছি।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো আধিকারিক কিংবা ক্ষমতাসীন শাসক দলের কোন প্রতিনিধি আমাদের সাথে কোনো সাক্ষাৎ করেন নি, কোন বার্তাও দেন নি। আমরা ইতিমধ্যেই মাননীয় ফিরহাদ হাকিম, মাননীয়া চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মাননীয় সুজিত বোস প্রমুখের দ্বারা পত্র মারফৎ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েও কোনো ফল পাই নি। আমাদের এই ফুটপাথে অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি প্রতিকূল আবহাওয়া, পারিবারিক সংকট, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আমাদের জীবন ভয়ঙ্কর সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। যার ফলশ্রুতি প্রতিদিনই অসুস্থ হয়ে ৩-৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে।

এই দুর্নীতি ও বঞ্চনার প্রতিবাদে আমরা গণ কনভেনশনের মাধ্যমে পাশে পেয়েছি অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র,কবি মন্দাক্রান্তা সেন,অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র, অ্যাডভোকেট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য,সমাজসেবী সুজাত ভদ্র, অ্যাডভোকেট সব্যসাচী চ্যাটার্জীর মত সম্মানীয় ও প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বদের।

আমরা এই বিশিষ্ট এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে আমাদের এই অসহনীয় কষ্ট,বঞ্চনা এবং ন্যায্য দাবি আদায়ের লড়াইকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই এবং এই বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই। আমাদের একটি দাবী - নবম-দ্বাদশ স্তরের সমস্ত মেধাতালিকাভুক্ত শিক্ষক পদপ্রার্থীদের নিয়োগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তার প্রতিশ্রুতি পালন করুক।হিন্দুস্থান সমাচার/

মুখ্যমন্ত্রীকে মেরে ফেলার দাবি নিয়ে তথাগত রায়ের মন্তব্য, ফেসবুকে প্রবল বিতর্ক

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেরে ফেলার দাবি নিয়ে তাঁর উক্তি সম্পর্কে বুধবার সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায়। ফেসবুকে এ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। তথাগতবাবু লিখেছেন, "যখন মমতা বলেন 'আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে' তখন কিন্তু তিনি মিথ্যা বলেন না। তিনি সত্যিসত্যিই এটা বিশ্বাস করেন! এটি একটি মানসিক ব্যাধি। মনোচিকিৎসকের মতে এর নাম 'ডিলিউশন অফ পারসিকিউশন"। পশ্চিমবঙ্গ 'নিজের মেয়েকে' চাইতেই পারে। কিন্তু এমনি একটি ব্যাধিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী চায় কি?

প্রতিক্রিয়ায় শুভ্রজ্যোতি নন্দী লিখেছেন, "স্কিজোফ্রেনিয়া এরকমই এক ধরনের মানসিক অবস্থা অনেক সময় রোগী নিজেকে শারীরিক ভাবে আঘাত ও করতে পারে। এই রোগের কারনেই মাননীয়া অনেক সময় নিজে বলেন এবং বিশ্বাস থেকেই বলেন যে ৯৯ কাজ হয়ে গেছে। অত্যাধিক উচ্চাশা থেকেই এই ধরনের উপসর্গ শরীরে বাসা বাধে, সেজন্যই নিজেকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ভাবেন নিজেকে। এই ধরনের মানসিক রোগ একা আসেনা, সাথে নিয়ে আসে অবসেসিভ কম্পালসন ডিজঅর্ডার-এর ব্যধি। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে প্রয়োজন নেই কিন্তু চুরি করা, যেমন কয়লা, ত্রিপল এইসব। সময় করে একদিন বিস্তারিত লিখবো।

পার্থ সেন লিখেছেন, "খুব ভালো লিখেছেন, আরো বিস্তারিত জানতে চাই।' বিপ্লব মন্ডল লিখেছেন, "ভদ্রমহিলা একজন মানসিক রোগীর চাইতেও বেশি কিছু! তিনি চলমান একটা 'পাগলাগারদ' !" নন্দিতা ঘোষকুমার লিখেছেন, "বিপ্লব মন্ডল সেয়ানা ----হবে।" পাগল কথাটা উহ্য রেখে শূন্য স্থান রেখেছেন নন্দিতা। মল্লিকা ভট্টাচার্য লিখেছেন, "একদম ঠিক বলেছেন আপনি দাদা।" পার্থপ্রতিম রায়চৌধুরী লিখেছেন, "স্ক্রীৎজোফেনিয়া নামক মানসিক ব্যাধিতে ও রুগী সব জায়গায় ষড়যন্ত্র, খাবার ও জলে বিষ, অদৃশ্য আততায়ীকে দেখতে পায় ও বিরাট গন্ডগোল, ঝামেলা করে!'

বিপরীতে কৌশিক ভাদুড়ি লিখেছেন, "আপনি যে হিন্দু মুসলিম তাস খেলছেন সেটাকে বাঙালিরা বলে পাগলামো। তাই নিজে মানকুন্ডু বা রাঁচি গিয়ে সুস্থ হয়ে আসুন। ভালো থাকুন দাদু।" জবাবে জুহি ভট্টাচার্য পাঠক কৌশিকবাবুকে লিখেছেন, "আপনি বাঙালিদের কথা বলছেন তাহলে সেই সব বাঙালিদের কাছে শুনে নিন, যাদের শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার জন্য নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করা হয়েছে। আপনারও কিন্তু চাঁদে জমি কেনা নেই, তাই আজ ওরা যা নির্যাতন ভোগ করছে কাল তা আপনাদের মত বাঙালিদের ভোগ করতে না হয়, শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

দিলীপ অধিকারী কৌশিকবাবুকে লিখেছেন, "স্যার, একবার যদি সে সব পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আসেন, তাহলে আপনার ধারণাও বদলে যাবে।"

অমিতাভ কাহালি লিখেছেন, "উনি আদৌ বিশ্বাস করেন না তাকে কেউ মেরে ফেলতে চাইছে। ওটা নাট্যমোদী সমাজের আদিখ্যেতা সর্বস্ব জনগণের সেন্টিমেন্টে বেহালা বাজিয়ে সিম্প্যাথি আদায় করে কর্মে সিদ্ধিলাভের ইউএসপি মাত্র। 'আমি ত্যাগী, দীনদুঃখী, চক্রান্তের শিকার একজন লড়াকু মানুষ' প্রচার করে উনি বহু যুদ্ধ জয় করেছেন, আবার খাদের কিনারায় এসে সেটাই রিপ্লে করছেন.. এইটুকুই।'

তথাগতবাবুর মন্তব্যের বিরোধিতা করে নির্মাল্য সেনগুপ্ত লিখেছেন, "আপনারও মনোবিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ আপনি বরাবরই ছিটিয়াল.....তা এই বয়সে ও যখন ছিট মুক্ত হতে পারলেন না তখন ডাক্তার দেখান যাতে বাকি জীবন টা একটু শান্তিতে কাটে.... এই বয়সে আর অন্যের পিছনে কাঠি নাই বা করলেন...।"

অপর্ণা নাগ লিখেছেন, "বুড়ো বয়সে আজে বাজে কথা বলে নিজের সম্মানটাও নষ্ট করছেন।" আবার অপর্ণার বিরোধিতা করে অনুপ রায় লিখেছেন, "মে মাসেই রাজ্যবাসী রাজ্যের জঞ্জাল পরিষ্কার করবে।'

বেহালার মানুষ বিশ্বাস রাখলে নিজের একশো শতাংশ দেব : পায়েল সরকার

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.): বুধবার আক্ষরিক অর্থেই সাতসকালে বেড়িয়ে পড়েছিলেন বিজেপির তারকা প্রার্থী পায়েল সরকার। রায়বাহাদুর রোডের বৈঠকখানায় স্থানীয় সমাবেশে সারলেন জনসংযোগ। এর পর সাড়ে আটটা নাগাদ চলে এলেন মতিলাল গুপ্ত রোডে। সতীর্থদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন ঘরে ঘরে। সর্বত্রই তাঁকে দেখতে ছিল কৌতূহলিদের ভিড়। বিজেপি-র প্রার্থী ঘোষণার পর দিন তিন আগে পায়েল ফেসবুক পোষ্টে লিখেছিলেন, "বেহালা পূর্ব-র প্রতিটি মানুষকে জানাই বিনম্র প্রণাম ও অনেক অনেক ভালোবাসা। আমার এই নতুন পথচলায় আপনাদের পাশে চাই আশা করি আপনাদের ভরসার যোগ্য মর্যাদা রাখতে পারবো। ভারতীয় জনতা পার্টির হাতকে আরও শক্ত করতে আপনাদের সবার মূল্যবান ভোট-টি বিজেপি-কে দিয়ে সোনার বাংলা গড়ে তুলুন। মা করুণাময়ীর আশীর্বাদ এবং তোমাদের সকলের ভালবাসা নিয়ে শুরু করলাম আমার নতুন পথচলা।'

বিজেপির তারকা প্রার্থী তিনি। গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেই পেয়েছেন ভোটে লড়াইয়ের টিকিট। তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূলের রত্না চট্টোপাধ্যায়। যদিও জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী পায়েল। প্রচারে বেড়িয়ে এক জায়গায় রঙ তুলি দিয়ে দেওয়ালে লিখলেন। সে সময় বলেন, "ছোটবেলায় দেওয়ালে আঁকতাম। তাই এই আঁকার সময় সে কথা মনে পড়ছে।' পায়েল বলেন, ""বেহালার সঙ্গে আমার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। বেহালার ওপর দিয়ে শ্যুটিং করতে গিয়েছি। প্রচুর বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি বেহালায়। সমস্ত রাস্তাঘাট চিনি। 'আমার বিরোধী ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। চেষ্টা করব দলের আস্থাকে মর্যাদা দিতে। বেহালার মানুষ আমার ওপর বিশ্বাস রাখলে নিজের একশো শতাংশ দেব।" পায়েল যোগ করেন, "প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ রয়েছে। পুরো দল আমার সঙ্গে রয়েছে।"

বুধবার বেলা সাড়ে ১০টায় যান হরিদেবপুরের মহাত্মা গান্ধী রোডে। ১২টার পর নবপল্লীর রঞ্জননগরে এক কার্যকর্তার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন। প্রচারে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেন পায়েল। কখনও আবার ঢুকে পড়লেন রাস্তার পাশের দোকানে। কারও দিকে বিজেপি প্রার্থী বাড়িয়ে দিলেন ভরসার হাত। এক মহিলাকে আবার মাস্ক ঠিক করে পরিয়ে দিলেন। পায়েল বললেন, "প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সবাই মিলে একটা সুন্দর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছি। মানুষ ভীষণভাবে সাড়া দিচ্ছেন। মানুষের সঙ্গে এভাবে সরাসরি কথা বলতে পারা আমার কাছে একটা ভীষণ অন্যরকম অভিজ্ঞতা।' এর আগে মঙ্গলবার টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন পায়েল সরকার।

উল্লেখ্য, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বিজেপিতে যোগদান করেন পায়েল। তিনি বলেছিলেন, "রাজনীতিতে যোগদান নিয়ে নাকি কথাবার্তা চলছিল অনেকদিন থেকেই। আমি সবসময়ই সাম্প্রতিক ঘটনার খবর রাখতে, সেইসব নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতাম। তবে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদানের কথা ভাবিনি কখনও। সত্যি কথা বলতে এর আগে যোগদানের অফার পাইনি। যখন অফার পেলাম, মনে হল এটাই সঠিক সময়।"

দৈনিক সংক্রমণ ২৯-হাজার ছুঁইছুঁই ভারতে করোনায় মৃত্যু ১,৫৯,০৪৪

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): ভারতে বর্তমান করোনা-পরিস্থিতি চিন্তা বাড়াচ্ছে! সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২.৩৪-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। গত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিনই দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, মৃত্যুর সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী। সেই ট্রেন্ড বুধবারও অব্যাহত থাকল, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৮ হাজার ৯০৩ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৮৮ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৭,৭৪১ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১০,৪৫,২৮৪ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৮,৯০৩ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৩৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৮৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৯, ০৪৪ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪০৬ জন (২.০৫ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ১০,৯৭৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৩৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২১,১৭,১০৪ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কম খরচে সুখী থাকার ৯ উপায়

শরীর ও মনের সুখ-শান্তির জন্য বহু টাকা খরচ করে ইয়োগা ক্লাস, ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট, ব্যয়বহুল স্পা অথবা স্বপ্নের দেশে লম্বা অবকাশ-যাপন- কোনটাই কার্যকর না-ও হতে পারে। আবার নিত্যদিনকার এমন কিছু সাদাসিধে ব্যাপার আছে যা হয়তো একজন মানুষের জীবনকে সুখী, স্বস্তিকর এবং সুন্দর করে তুলতে পারে। ঘরকে সবুজময় করে তোলা ঘরের ভেতর গাছপালা স্ট্রেস কমিয়ে দেয় এবং সুখকে বাড়িয়ে দেয়। কিভাবে? মৌলিক যে বিষয়টি সবাই জানানে যে, গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ছাড়ে যা আমাদের বেঁচে থাকার শক্তি। কিছু কিছু গাছ বায়ুকে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে কারণ তারা বায়ু থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিককে টেনে নেয়। শরীরের পানির মাত্রা ঠিক রাখা মানুষের শরীরের প্রধান উপাদান পানি। প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারীর শরীরে ৫৫ শতাংশ এবং পুরুষের শরীরে ৬০ শতাংশ কার্যক্ষমতার জন্য পানি প্রয়োজন। সেকারণে শরীরে পর্যাপ্ত জলীয় থাকলে সুস্বাস্থ্য, শক্তির মাত্রা বাড়া এবং মনোযোগের শক্তি বাড়ে। যদি প্রচুর পরিমাণ পানি পান করতে বিস্বাদ মনে হয় তাহলে তার সাথে লেবু বা শসা কিংবা আদার টুকরো মেশানো যেতে পারে। এমনকি পানি খাওয়ার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারলে তাদের জন্য ইন্টারনেট অ্যাপসও আছে যার মাধ্যমে পানি পানের জন্য রিমাইন্ডার পাঠানো হবে। নিজের কক্ষের নতুন সাজ-সজ্জা আমরা আমাদের ঘর-বাড়ি কিভাবে সাজাই, সেটা আমাদের মেজাজের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে, সেইসাথে কতটা ঘুমাই এবং আমাদের এনার্জি লেভেল কেমন তাতেও প্রভাব ফেলে। যদি আপনি সেখানে নতুন রূপ দিতে চান তাহলে শোবার ঘর থেকে শুরু করুন। মুক্ত বাতাসের জন্য জানালা খুলে দিন, যতটা সম্ভব দিনের আলো ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা রাখুন। পরিষ্কার রাখুন কাপবার্ডের সবকিছু এবং বিছানার তলা পরিচ্ছন্ন রাখুন। যদি আপনি একে এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যেতে চান তাহলে গুরুত্ব দিতে পারেন চীনের প্রাচীন ফেং শুই পদ্ধতিকে। সেজন্য বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটিও করতে পারেন। ফেং শুই দিয়ে বোঝানো হয় বায়ু ও পানি। ফেং শুইতে ”চি” নামের সর্বজনীন শক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা হয়, মানবশরীরের অভ্যন্তর ও বাইরে এই শক্তিই সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে ফেং শুই এর এই সূত্র মানুন বা নাই মানুন এটি অনুসরণ করে অন্তত দারুণ রুম লে-আউট পাওয়া যেতে পারে। বাড়িতে তুলির আঁচড় বাড়ির দেয়ালের রং মানুষের মুড বা মন-মেজাজের ওপর দারুণভাবে প্রভাব রাখে। সবুজ রং- প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে এই রং ঘরের ভেতর ভারসাম্য, সমন্বয় এবং শিথিলতা এনে দিতে পারে। নীল রং-একটি নান্দনিক গুণ সম্পন্ন রং। এটি প্রশান্তির এক অনুভূতি তৈরি করে এবং বিশ্রাম এনে দেয়, এ কারণে এই রং শোবার ঘরের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবে লাল রং এড়িয়ে যাওয়া উচিত কারণ তা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসকে দ্রুত করে যা হার্ট-রেট এবং রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। পাখিদের গান শুনলে হয়তো কুউ-কুউ- শোনায়, কিন্তু লন্ডনের বিজ্ঞানীদের নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে, পাখীদের গান বা কিচির-মিচির শব্দ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। স্বেচ্ছাসেবকদের একটি অ্যাপের মাধ্যমে তাদের মুড রেকর্ড করে রাখতে বলা হয়েছিল। এবং দেখা যায়, পাখীর গান, গাছপালা এবং আকাশ তাদের যে মানসিক প্রশান্তি এনে দিয়েছিল কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তার রেশ ছিল। যদি আপনার পক্ষে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়া সম্ভব না হয় এবং প্রকৃতির মাঝে ডুব দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে উপায়? বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে সে ব্যবস্থাও অসম্ভব নয়। পাখীর কিছু গান বা শব্দ ডাউন-লোড করে ফোনে সেভ করে নিয়ে হেড-ফোন দিয়ে শুনুন। আর চোখ বন্ধ করে ভাবুন প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পোষা বিড়াল গবেষণা বলছে, বিড়াল পোষার ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। চার হাজারের বেশি আমেরিকান নাগরিকের ওপর দশ বছর ধরে চালানো গবেষণায় ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার স্ট্রোক ইন্সটিটিউট ইন মিনেপলিস এর গবেষকরা দেখেছেন যে, বিড়াল পুষেছেন এমন ব্যক্তিদের অন্যদের তুলনায় হার্ট অ্যাটাকে কিংবা স্ট্রোকে মৃত্যুর হার ৩০ শতাংশ কম ছিল। হাসতে থাকুন নির্মল হাসি আমাদের পেশিগুলোকে আলগা করে, রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে, নাইট্রিক অক্সাইড বের করে দেয়, যার ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। হাসি স্ট্রেস হরমোন কমায় এবং শরীরের এন্ডোরফিন শিথিল করে যার ফলে আমাদের শরীর আরাম পায় এবং এটা প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। এটা ঠিক যে, হাসি সত্যিকারভাবেই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। যেসব বন্ধুদের সঙ্গ আনন্দ দেয় তাদের সাথে সময় কাটানো, কমেডি দেখা ইত্যাদি হতে পারে সুন্দর সময় কাটানোর উৎস। আর ততটা সামাজিক না হলে ভিডিও দেখা যেতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ যেমন- সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে এবং আইসল্যান্ড- বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশগুলোর অন্যতম। কাজের ক্ষেত্রে সুখী এবং উন্নতির জন্য বেশকিছু কৌশল অনুসরণ করে থাকে সেখানকার মানুষেরা। সুইডেনে একটি রীতি প্রচলিত আছে যা ফিকা নামে পরিচিত, যার ফলে প্রতিদিন কফি ও কেক খাওয়ার জন্য বিরতি নিতে হয় যখন কলিগরা একত্র হন। তারা হয়তো কফির পাত্র নিয়ে বসে এবং সাথে থাকে কিছু ঘরে বানানো খাবার। কর্মক্ষেত্রে ফিকা একধরনের অবশ্য পালনীয় রীতি। পর্যাপ্ত ঘুম সুস্থতা এবং ভাল থাকার জন্য খাবার এবং ব্যায়ামের মতো মানসিক এবং শারীরিক বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঘুম কম হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। স্ট্রেস হরমোন লেভেল বেড়ে যায়, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা দেখা যায়। আমরা যখন ঘুমাই তখন আমাদের শরীরের ভেতর নানা কাজ চলে। ভাল ঘুমের জন্য পরিশ্রম দরকার। শোবার ঘরকে পরিষ্কার এবং নীরব রাখা দরকার, রাতে দেরি করে খাওয়াও বন্ধ করতে হবে। সেইসাথে সব ধরনের ডিভাইসের আলো যাতে না থাকতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ ফোন বা ট্যাবলেট দিয়ে বেরনো সামান্য নীল আলোও আপনার ঘুম চোখ থেকে কেড়ে নিতে পারে। দিনের শেষভাগে ক্যাফেইন জাতীয় পানীয় বাদ দিতে হবে-এটাই তার সময়।

ছাতার আড়ালে প্রেম

বিকেল বেলা। দাঁড়িয়ে আছি কলম্বো বিচে। রোদ পড়ে এসেছে। সামনে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। সৈকতে প্রচুর ছাতা চোখে পড়লো। বেশ বড় বড় ছাতা। যারা বসে আছেন তারা ছাতার আড়ালে নিজেদের রীতিমতো আড়াল করে বসেছেন। কৌতূহল হলো। ভাবলাম ঘটনা কী? এতো চমৎকার বিকেল। সামনে সমুদ্র। দারুণ সুখময় বাতাস। এর মধ্যে কেন ছাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকা? আরও ভালো করে নজর করে দেখলাম প্রতিটি ছাতার আড়ালেই রয়েছেন দুজন। একজন নারী ও অন্যজন পুরুষ। এতক্ষণে রহস্যটা ফাঁস হলো। ওরা প্রেমিক জুটি। সমুদ্র সৈকতে বসে রোমান্টিক আলাপে ব্যস্ত। কিন্তু কেউ যেন তাদের চিনতে না পারে তাই এই ছাতার আড়াল। অবাক হলাম, শ্রীলঙ্কার কলম্বো বিচেও এমন ছাতা ভাড়া পাওয়া যায়! জানলাম, এগুলো স্পেশাল বিচ ছাতা। পদ্ধতিটা আমার বেশ পছন্দ হলো। কিন্তু হায় আড়াল নেওয়ার মতো প্রেমিক ছিল না। আমি শ্রীলঙ্কা যাই ২০০৬ সালে। ২১৪ সদস্যের এক দলের সঙ্গে। আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোটের সদস্য হিসেবে আমাদের যাওয়া। ‘উই ক্যান ক্যাম্পেইন’ চলছে তখন দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশে। ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসকে উপলক্ষ করে কলম্বোর বিহারা মহাদেবী পার্কে বিশাল কর্মী সম্মেলন হচ্ছে উইক্যান-এর। বাংলাদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন থেকে ১১৪ জনের প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে সাংস্কৃতিক দলও অন্তর্ভূক্ত। সুলতানা কামাল ও এম বি আখতারের নেতৃত্বে এই দলে আছেন ফাওজিয়া খন্দকার ইভা, রেখা সাহাসহ অনেকেই। সাংস্কৃতিক দলে বাপ্পা মজুমদার, তামান্না রহমান ও তার দলের নৃত্যশিল্পীরা, উদীচীখ্যাত মাহমুদ সেলিম, মাহমুদুজ্জামান বাবু, সন্দীপনসহ অনেকেই আছেন। সাংবাদিক বলতে আংগুর নাহার মন্টি আর আমি। এই সফরের কারণেই সেসময়কার অক্সফ্যামকর্মী মৃগাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য পার্থর সঙ্গে আলাপ হলো। পরে আমরা নেদারল্যান্ডস সফর করেছি একসঙ্গে। সঙ্গে আরও আছেন শিল্পী রেজাউর রহমান। তার সঙ্গেও পরে আরও কিছু জায়গায় সফর হয়েছে। রেজা ভাইয়ের কথা কেন বললাম বিশেষভাবে সেটা পরে বলবো। তখন ঢাকা-কলম্বো সরাসরি ফ্লাইট নেই। ঢাকা থেকে ব্যাংকক। সেখানে ছয় ঘণ্টা স্টপ ওভার। তারপর কলম্বো। পনেরো ষোল ঘণ্টার যাত্রাপথ। যাত্রা করলাম ঢাকা থেকে। কলম্বো এয়ারপোর্টে যখন থাই এয়ারওয়েজের যন্ত্রপাখির পা স্পর্শ করলো ভূমি তখন মধ্য রাত পেরিয়ে গেছে। এই সফরে আমাদের সঙ্গে এমন অনেক তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী ছিলেন যারা জীবনে প্রথমবারের মতো শুধু বিমানেই চড়েননি, ঢাকাতেও এসেছেন প্রথম। এত বড় একটি দলে সকলের সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব হবে এমনটি আশা করা যায় না। আমি আর মন্টি ছিলাম পাশাপাশি। ইভা আপা এবং সুলতানা কামাল আপার সঙ্গেও এই যাত্রায় ভালো আলাপ হয়। তাদের কাছ থেকে অনেক বিষয়ে জানতে পারি। আর আখতার ভাই ছিলেন সকলের জন্য সদাব্যস্ত। তিনি খেয়াল রাখছিলেন কারও সমস্যা হচ্ছে কিনা। অনেকবার করে আমার খোঁজখবর করলেন। ১১৪ জনের প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। শ্রীলঙ্কা পৌঁছানোর পরের গল্প আরেকদিন হবে। আজ বলবো কলম্বো বিচ এবং ওয়াত্তালা সমুদ্র সৈকতের গল্প। শ্রীলঙ্কায় আমরা ছিলাম কলম্বোর উপকণ্ঠে ওয়াত্তালা ওয়াটার রিসোর্টে। দারুণ সুন্দর জায়গা। হোটেলের একেবারে সাথেই সমুদ্র। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেলে জানালা খুলতেই চোখ জুড়িয়ে গেল সমুদ্রের রূপে। দারুণ সুন্দর সৈকত। ওয়াত্তালার বুকে ডাইনিংয়ের ব্যবস্থা সৈকতের একদম কাছে। সকালবেলা মনোরম বাতাস। ব্রেকফাস্ট করেই গেলাম সমুদ্রের তীরে। বালি আর পাথরে মেশানো তীরভূমি। সেখানে বড় একটা পাথরের উপর বসে দেখছিলাম সাগরের ঢেউ। তীরের একটা অংশ সরু হয়ে করিডরের মতো চলে গেছে সমুদ্রের মাঝখানে অনেক দূর অবধি। আমরা শ্রীলঙ্কা ছিলাম পাঁচ দিন। যেদিনই সময় হতো সন্ধ্যায় ওয়াত্তালার এই সৈকতে সূর্যাস্ত দেখতাম। বিকেলের দিকটায় সৈকতে বেশ ভিড় জমতো। এখানে ওয়াটার বাইক চালাতো অনেকে। আবার মটর বাইক চালাতো বেলাভূমিতে। কলম্বো বিচে যাবার সুযোগ হয়েছিল দু’বার। বাঁধানো তীরভূমি রয়েছে এখানে। ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক দীর্ঘ হাঁটাপথ। বিকেলে সমুদ্রের তীরে যেন মেলার ভিড়। বিক্রি হচ্ছে হরেক রকম স্থানীয় খাবার। তারমধ্যে একটা হলো শ্রিম্প-ব্রেড টোস্ট। খেতে মন্দ নয়। শ্রীলঙ্কার অনেক খাবারেই নারিকেল তেলের গন্ধ। প্রথমে একটু অসুবিধা লাগে। তারপর খেতে খারাপ লাগে না। সে দেশে নারিকেল প্রচুর এ কথা তো প্রায় সকলেরই জানা। ছোটবেলা থেকে নারিকেল তেলের বিজ্ঞাপনে ‘কলম্বো থেকে আমদানীকৃত’ কথাটি শুনে আসছি। যা হোক এখানে হলুদ রঙের নারিকেল দেখে অবাক হলাম। জীবনে এতো ডাব, নারিকেল দেখেছি হলুদ নারিকেল কখনও দেখিনি। গাছে দেখেই ইচ্ছা জাগলো, হলুদ নারিকেল খেয়ে দেখতে হবে। বাজারে বিক্রিও হচ্ছে দেখলাম। স্বাদ কিন্তু আমাদের দেশের নারিকেলের মতোই। তবে শ্বাসটা কি মিস্টির চেয়ে একটু নোনতার দিকে? হতে পারে। আবার আমার বোঝার ভুলও হতে পারে। কলম্বো বিচেও নারিকেল বিক্রি হচ্ছে দেদার। আরও নানা রকম খাবার। সামুদ্রিক খাবারও প্রচুর। কলম্বো বিচে সূর্যাস্ত খুবই সুন্দর। মনে হয় মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ টুপ করে ডুব দিল সূয্যিমামা। এখানেও ফটোগ্রাফারের ঘোরাঘুরি দেখলাম। হাতে সূর্য নিয়ে ছবি তুলছেন অনেকে। আমার অবশ্য এ ধরনের ছবি তোলা হয়নি। কারণ আমি তো হনুমানের মতো বীর নই যে, সূর্যকে বাহুর নিচে ধরে রাখতে পারবো। শ্রীলঙ্কার দিনগুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে ভারত মহাসাগরের কথা। কি উদার তার রূপ। সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। সেই চাঁদ সওদাগরের সময় সপ্তডিঙ্গা মধুকর যাত্রা করতো সিংহলে। ‘বাঙালির ছেলে বিজয় সিংহ লংকা করিয়া জয়, সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়’ পড়েছিলাম ছোটবেলায়।

যৌবন অটুট রাখে যেসব খাবার

প্রকৃতির নিয়মেই মানুষের বয়স বাড়ে, বয়সের ছাপ পড়তে থাকে শরীরে। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই আপনি বয়স বাড়লেও শরীরকে সুন্দর আর আকর্ষণীয় করে রাখতে পারবেন। নিয়মিত ব্যায়াম, মেডিটেশনের পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসটাও যদি ঠিক রাখেন তাহলে আপনি বয়স বাড়লেও সুন্দর থাকতে পারবেন। এজন্য খাদ্য তালিকায় রাখুন নিচে বর্ণিত ৫টি খাবার। দই: নিয়মিত দই খান। দইয়ে থাকা ব্যাকটেরিয়া শরীরের জন্য ভালো। দই বয়সজনিত কারণে হওয়া রোগগুলো প্রতিরোধ করে। দইয়ে ক্যালসিয়ামও থাকে। কমলা: কমলালেবু খাওয়া শরীরের জন্য খুবই ভালো। কারণ এই ফলে ভিটামিন ”সি” থাকে। ত্বক টানটান রাখে কমলালেবু। অলিভ অয়েল: অলিভ তেল রোগ থেকে যেমন দূরে সরিয়ে রাখবে, তেমনি ত্বকে এনে দেবে উজ্জ্বলতা। যা আপনার বয়সকে সত্যিই কম করে দেখাবে। বেরি: স্ট্রবেরি হোক কিংবা ব্ল্যাকবেরি সবকটিই শরীরের জন্য ভালো। বিশেষ করে কালো জাম। এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ”সি” থাকে। এই জাতীয় ফল ত্বককে রাখে সতেজ।

পর্নোগ্রাফিতে যে কারণে আসক্ত হয়ে পড়েন নারীরা!

আধুনিক নারীরাও শরীর নিয়ে পুরুষদের মতই সমান সচেতন। আবার তেমনই আবেগপ্রবণ। বিশেষ করে হাতের কাছে যখন ইন্টারনেট নাম বস্তুটি সহজলভ্য। আঙুলের ছোঁয়াতেই খুলে যায় জ্ঞানের দরজা। বিনোদনের হরেক উপাদান। আর এই বিনোদনের বাজারে সবচেয়ে বেশি চাহিদা পর্নো ভিডিওর। যৌনতার ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে কোনও অংশে কম যান না নারীরা। সংখ্যাতত্ত্ব একটু খুটিয়ে দেখলেই জানা যাবে সে তথ্য। কিন্তু নারীদের এই পর্নাসক্তি কেন হয়? কেনই বা তাঁরা বাস্তবের সুখ ছেড়ে ভারচুয়াল যৌনতার প্রতি অতিরিক্ত টান অনুভব করেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, এর একটা বড় কারণ মেয়েদের একাকীত্ব। আধুনিক জীবনে বেশিরভাগ নারীই স্বাবলম্বী। তাই তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল নন। কিন্তু একা বাঁচতে গিয়ে নারীরা বেশিরভাগ সময়ই অবসাদে ভোগেন। আর এই অবসাদ তাদের আসক্ত করে তোলে পর্নো ভিডিওতে। অতিরিক্ত পর্নোতে আসক্তিও আবার ভালো নয়। গবেষকরা বলছেন, অধিকাংশ পর্নো ভিডিওতে অতিনাটকিয়তা দেখা যায়। যৌনাঙ্গ নানা কৃত্রিম উপায়ে বর্ধিত করা হয়। এর ফলে নারীদের মনে যৌনতা নিয়ে একটা ফ্যান্টাসি তৈরি হয়। যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। আর এখানেই বাধে বিপত্তি। আর এই কারণে নারীদের শারীরিক ও মানসিক দুই চাহিদাই অপূর্ণ থেকে যায়। ফলে তারা বাস্তবের যৌন সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং ভারচুয়াল পর্ন ভিডিওতে বেশি আসক্ত হয়ে পড়েন। বাস্তবিকতা যতটা নারীকূল বুঝতে পারবেন, ততই তাদের চাহিদা কমবে। আর চাহিদা কমলে পর্যাপ্ত জোগানেই তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন।

ভ্রমণে জন্য সেরা ৫ দেশ

ভ্রমণ করতে অনেকেই পছন্দ করেন।তবে ভ্রমণের আগে কোথায় ও কত দিনের জন্য ভ্রমনে যাবে তা ঠিক করা জরুরি। সম্প্রতি বিখ্যাত ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকা ‘লোনলি প্ল্যানেট’-এর নতুন তালিকায় স্থান পেয়েছে ৫টি দেশ। যেখানে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন গন্তব্যগুলোর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে এশিয়ার শ্রীলঙ্কা। তার পরের স্থানেই জায়গা করে নিয়েছে জার্মানি। আসুন জেনে নেই ভ্রমণে জন্য সেরা ৫ দেশ সম্পর্কে। শ্রীলঙ্কা লোনলি প্ল্যানেটের তালিকায় প্রতিবারের মতো এবারও এশিয়ার দেশগুলোর রমরমা। তালিকার শীর্ষে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। গ্রীষ্মপ্রধান এ দেশটিতে অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে রয়েছে বৌদ্ধ বা হিন্দুদের বিভিন্ন মন্দির। এ ছাড়া সারা বছর চলতে থাকে নানা রকমের উৎসব, যা দেখতে ভিড় করেন পৃথিবীর সব প্রান্তের পর্যটকেরা। জার্মানি ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ দেশটি পর্যটনের জন্য এমনিতেই বিশ্বখ্যাত। লোনলি প্ল্যানেটের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান কেড়ে নেওয়া জার্মানিতে আছে অসংখ্য ঐতিহাসিক স্থান ও নানা ধরনের জাদুঘর। শুধু তাই নয়, এ দেশের ‘অক্টোবরফেস্ট’-এর মতো উৎসবও টেনে নেয় বিশ্বের সব প্রান্তের ভ্রমণবিলাসীদের। জিম্বাবুয়ে তালিকায় আফ্রিকার একমাত্র দেশ জিম্বাবুয়ে। তৃতীয় স্থানাধিকারী এ দেশটি আফ্রিকার সবচেয়ে নিরাপদ গন্তব্যগুলোর মধ্যে একটি। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য উদ্যান, প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ ও ভিক্টোরিয়া ঝর্না -সব মিলিয়ে জিম্বাবুয়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্য খুবই আকর্ষণীয়। পানামা জীববৈচিত্রে ভরা মধ্য অ্যামেরিকার এ ছোট্ট দেশে রয়েছে অসাধারণ গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনভূমি, সাদা বালির অপূর্ব সৈকত ও তার সাথে মানানসই আদিবাসী সংস্কৃতি। সে কারণেই এ তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে পানামা। কিরগিজস্তান ‘আদিবাসী অলিম্পিক’ হিসাবে খ্যাত ওয়ার্ল নোম্যাড গেমস অনুষ্ঠিত হবার পর থেকেই বিশ্ব পর্যটনের কেন্দ্রে আসতে শুরু করে মধ্য এশিয়ার এ দেশটি। এছাড়া কিরগিজস্তানের ভিসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও দ্রুত হওয়ার কারণে ইতোমধ্যেই পর্যটকদের পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠে এসেছে।

নড়াচড়া করলেই কি শ্বাসকষ্ট হয়

কিছু কিছু বক্ষব্যাধি রয়েছে যেখানে প্রধান উপসর্গই থাকে একটু নড়াচড়া অথবা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে শ্বাসকষ্ট বাড়ে। আবার বিশ্রামে থাকলে শ্বাসকষ্ট এমনিতেই অথবা অল্প ওষুধেই ভালো থাকে। রোগগুলোর মধ্যে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমা অন্যতম। এছাড়াও পুরনো বক্ষব্যাধির কারণে ফুসফুসের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকলেও এ সমস্যাটি দেখা দিতে পারে। হাঁপানির শ্বাসকষ্ট আবার এমন হয় না। বসে থাকলেও শ্বাসকষ্ট চলতেই থাকে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস রোগটি সাধারণত পুরুষেরই বেশি হয়ে থাকে এবং মধ্য বয়সের পর থেকেই তা প্রকাশ পেতে শুরু করে। ধূমপায়ীদের মধ্যে এই রোগটির প্রকোপ বেশি দেখা যায়। ধূমপান ছাড়াও ধুলা, কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত পরিবেশ এবং স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ এই রোগের উত্তম সহায়ক। সাধারণত কোনো ব্যক্তি বছরে অন্তত তিন মাস ধরে কাশিতে ভুগতে থাকলে এবং এভাবে দুই বছরের অধিক হলে আমরা রোগীকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের রোগী বলে ধরে নিই। অনেকে আবার সাধারণ হাঁপানির সঙ্গে এই রোগকে এক করে দেখেন। এ রোগে আক্রান্তদের শব্দ করে কাশি হয়। সঙ্গে প্রায়ই শ্লেষ্মা বা কফ থাকে। ব্রঙ্কাইটিস জীবাণু দিয়ে হয়ে থাকে। এ রোগের লক্ষণ হলো-কাশির সঙ্গে অন্তত তিন মাস ধরে শ্লেষ্মা হয়ে থাকে। প্রতি বছরই একই রোগীর এ রোগ হতে পারে। এ রোগীর কখনো কখনো কাশি বাড়ে আবার জ্বরও হতে পারে প্রথমদিকে তার কাশি থাকে কিন্তু সেটা জীবাণু কর্তৃক সংক্রমিত হয়ে পাকা হলুদ কফে পরিণত হয়। একটু নড়াচড়া করলেই শ্বাসকষ্ট বাড়া সমস্যাটি বেশি দেখা যায় এমফাইসিমা নামক বক্ষরোগে। এই রোগটি মোটামুটিভাবে প্রচলিত একটি দুরারোগ্য বক্ষব্যাধি, যেখানে সমস্যা মানেই কফ, কাশি আর শ্বাসকষ্ট। যখন ফুসফুসের কাঠামোর অভ্যন্তরে বাতাস জমে ফুলে ওঠে তখন ফুসফুসের ভিতরের অংশগুলো নষ্ট ও অক্ষম হয়ে স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ হারিয়ে অকার্যকর হয়ে দাঁড়ায়। এই রোগ একদিনে তৈরি হয় না। মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর ধরে ফুসফুসে তৈরি হয়। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিমা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্যদিকে, দেখা যায় অনেক সময় নিউমোনিয়া সারতে চায় না। নিউমোনিয়া মূলত ফুসফুসের একটি প্রদাহজনিত রোগ। নিউমোনিয়া এমন একটি রোগ যা একটি জীবাণু দিয়ে হয়ে থাকে এবং সে জীবাণু যদি ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিকের প্রতি সংবেদনশীল বা সেনসেটিভ হয়ে থাকে তবে সেই জীবাণুর মৃত্যুর সুফলে নিউমোনিয়া ভালো হয়ে যাবে।

পূর্বাশার চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী বুধবার একটি হস্তত াঁত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের যৌথ উদযাপন

ঢাকায় উপহার নিয়ে আসছেন মোদি: হাইকমিশনার দোরাইস্বামী

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ১৭।। মুজিববর্ষ উদযাপন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের যৌথ উদযাপন উপলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ঢাকা আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ২৬-২৭ মার্চ বাংলাদেশ সফরে থাকবেন মোদি।

ঢাকা সফরের সময় নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশকে ১০৯টি অ্যাম্বুলেন্স উপহার দেবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী। বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে সাাৎ করতে এসে বিক্রম দোরাইস্বামী একথা জানান।

উল্লেখ্য, করোনাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম বিদেশ সফর এটি। সফরের প্রথম দিন ২৬ মার্চ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে গার্ড অব অনার দেয়া হবে। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। এরপর জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন নরেন্দ্র মোদি। একই দিন বিকেলে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে গেস্ট অব অনার হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করবেন নরেন্দ্র মোদি। সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যৌথভাবে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন।

২৭ মার্চ সকালে নরেন্দ্র মোদি টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ পরিদর্শন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। তিনি সাতীরা ও গোপালগঞ্জে দুটি মন্দির পরিদর্শন করে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। বিকেলে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত বৈঠক ছাড়াও প্রতিনিধি পর্যায়ে দ্বিপাকি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হবে।

জানা গেছে, বৈঠকে দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কিছু সমঝোতা স্মারক ও কয়েকটি প্রকল্প উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বের ৫০ বছর উপলে পৃথক দুটি স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করবেন।

সবশেষ রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাাৎ শেষে ২৭ মার্চ রাতে দিল্লির উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

পানিবণ্টন নিয়ে সহযোগিতা সম্প্রসারণে সম্মত হয়েছে বাংলাদেশ-ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ১৭।। যৌথ নদী কমিশন কাঠামোর আওতায় ভারত-বাংলাদেশ পানিসম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উভয়পই নদীর পানিবণ্টন, দূষণ প্রশমন, নদীর তীর রা, বন্যা ব্যবস্থাপনা, অববাহিকা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পানিসম্পদ বিষয়কেে ত্র সহযোগিতা সম্প্রসারণে সম্মত হয়েছে।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় হাইকমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বুধবার এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন পানিসম্পদ, আরডি ও জিআর সচিব শ্রী পঙ্কজ কুমার এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি অভিন্ন নদী দুই দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। উভয়পই এই বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রশংসা করেছে।

নদীর পানিবণ্টন, দূষণ প্রশমন, নদীর তীর রা, বন্যা ব্যবস্থাপনা, অববাহিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি যৌথ প্রযুক্তিগত কার্যনির্বাহী দল এই বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করবে। আলোচনা ফলপ্রসূ ছিল এবং একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পারস্পরিক সুবিধাজনক তারিখে জেআরসি কাঠামোর আওতায় ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য সচিব পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকের সময় নির্ধারণে উভয়প সম্মত হয় বলেও জানানো হয়।

ঢাকায় কোভিড আইসিই-তে অগ্নিকাণ্ড, মৃত্যু ৩ জন রোগীর

ঢাকা, ১৭ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নতুন বিল্ডিংয়ের তিন-তলায় করোনা-আক্রান্ত রোগীদের জন্য বরাদ্দ আইসিইউ-তে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ৩ জন রোগী। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ আগুন লাগে। হাসপাতালের ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজমুল হক জানিয়েছেন, 'আইসিউ-তে থাকা রোগীরা গুরুতর অবস্থায় ছিলেন। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে ছিলেন সকলে। আগুন লাগার পরপরই দ্রুত তাঁদের পুরাতন ভবনের আইসিইউ ও বার্ন ইউনিটের এইচডিইউ-তে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন-আবদুল্লাহ আল মাহমুদ (৪৮), কিশোর চন্দ্র রায় এবং কাজী গোলাম মোস্তফা (৬৬)। তিনজনই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায়। প্রচণ্ড ধোঁয়ার কারণে আইসিইউ-র জানালা ভেঙে ধোঁয়া বের করার ব্যবস্থা করা হয়। সৌভাগ্যবশত আইসিইউ-তে থাকা দু'জন রোগীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

শিলচর বিধানসভা আসন : দিলীপ পালের বিচক্ষণহীন ''বিজেপিকে শিক্ষা''র খেলা আজমল বাহিনীর আশীর্বাদ হতে পারে

সমীপকুমার দাস

শিলচর (অসম), ১৭ মার্চ (হি.স.) : এবারের বিধানসভা নির্বাচন জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির লড়াই, আজমলকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে আর আমরা কিছু হারাতে চাই না। বিজেপি নেতাদের এ ধরনের বহু প্রচারবাণীতে ভোটের মুখে আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠেছেন বিজেপির কট্টর সমর্থক, দলীয় কার্যকর্তারা।

বিজেপি নেতা, নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা বহু দফতরের মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা তো প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরাকে বদন ফুকনের সঙ্গে তুলনা করছেন। তদান্তীন্তন বৃহত্তর অসমের আক্রমণকারী বার্মার মানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে অসমে নিয়ে এসেছিলেন বদন ফুকন। ঠিক এভাবেই আজমলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মহাজোট গড়ছেন রিপুন। মন্ত্রী হিমন্তের প্রশ্ন, আজমলের কোলে ওঠে কেউ কি কনকলতা বরুয়ার পবিত্র ভূমিতে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন? গোটা অসমের সঙ্গে শিলচরের বিজেপি সমর্থক ও কর্মীরাও নিশ্চয়ই তা চাইবেন না। বিজেপির টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেও বিদ্যমান বিধায়ক দিলীপকুমার পালও তা চাইবেন না, মনে করছেন অনেকেই। কেননা দিলীপবাবুর অতীতও যে তা বলছে না।

টিকিট না পেয়ে বিজেপি বা দলীয় নেতাদের শিক্ষা দিতে অভিযানে নেমেছেন দিলীপকুমার পাল। এই দিলীপও চাইবেন না রাজ্যের শাসনক্ষমতা আজমলের হাতে যাক। ভোটের মুখে নানা মন্তব্য শোনা গেলেও দিলীপবাবুর ক্ষেত্রে তা অবিশ্বাস্য। পরপর দু-বার বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির দলীয় টিকিট না পাওয়ার বেদনা হতেই পারে। রাগ বা অভিমান হবেই। এমন অভিমান দলের বরিষ্ঠ নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, মিশনরঞ্জন দাস ছাড়াও আরেক টিকিট-বঞ্চিত বিধায়ক হোজাইয়ের শিলাদিত্য দেবেরও হয়েছিল। মিশনবাবু তো রাজ্য শিল্পদ্যোগ নিগমের অধ্যক্ষ পদও ছাড়তে তৈরি হয়েছিলেন। শিলাদিত্য নির্দল প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা করে কুচকাওয়াজ শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দিশপুরের গদিতে আজমলের দাপট রুখতে তাঁরা সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ান। জাতি-মাটি-ভিটে তথা সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে তাঁরা দলীয় প্রার্থীর হয়ে জোরদার প্রচারাভিযানে নেমে গেছেন।

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অথচ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ছেলেকে এবারও টিকিট দেয়নি দলীয় নেতৃত্ব। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে রাগ-অভিমান হয়েছিল উত্তরপূর্বে বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থের। কিন্তু তা-বলে তিনি দলের বিপক্ষে যাননি। করিমগঞ্জের চারবারের প্রাক্তন বিধায়ক মিশন দাসকেও পরামর্শ দিয়েছিলেন দলের বিরুদ্ধে না যেতে। উদ্দেশ্য অসমকে রক্ষা করা, জাতির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দিলীপবাবুকে বাগে আনতে পারেননি দলের শীর্ষ নেতারা।

বরং বিজেপির একাংশ নেতাকে ''শিক্ষা'' দিতে দল ছেড়ে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন দিলীপকুমার পাল। তাঁর এই একগুঁয়েমি অনেকেই ভালো চোখে দেখছেন না। তাছাড়া বড় বিষয় হচ্ছে, তাবড় রাজনৈতিক গণিতজ্ঞদের কেউই অঙ্ক কষে দিলীপবাবুকে জয়ের তালিকায় আনতে পারছেন না, কারোর অঙ্ক মিলছে না। ভোটে জয় নিয়ে দিলীপবাবু বার বার দাবি করলেও শিলচরের সচেতন ভোটারের পালস কিন্তু অন্য কথা বলছে। মঙ্গলবার সকালে পাবলিক স্কুল রোড সহ শহরের অলি-গলিতে দিলীপকুমার পালের হয়ে প্রচারাভিযানে নেমেছেন তাঁর অনুগামী ও সমর্থকরা। আদি শিববাড়ি রোডে চলছে দিলীপ পাল জিন্দাবাদ, অন্যদিকে শোনা গেছে উল্টো কথা। পাবলিক স্কুলের মোড়, কমলারোডের মুখে ৪ থেকে ৫ জন জটলা বেঁধে বলছেন, ''ভয়ংকর, দিলীপ পালের এমন সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি। নিজে-তো জিতবেনই-না সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীকে হারিয়ে আজমলের হাত শক্ত করবেন। কবীন্দ্র পুরকায়স্থের মতো নেতা দলের বিপক্ষে যাননি। অথচ দিলীপদা সব কিছু বুঝেও ভয়ংকর পথে হাঁটছেন। তাঁর এই ''শিক্ষা'' দেওয়ার রাজনীতি আগামীতে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত পরোক্ষে আজমলদের আশীর্বাদ হতে পারে।''

অরুণোদয়, বৃদ্ধভাতা, রন্ধনজ্যোতি ইত্যাদি সরকারি বহু প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে বা স্বচ্ছ ব্যক্তি হিসেবে দিলীপ পালকে যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাও বলছেন রাগ-অভিমান ভুলে জাতির সরক্ষার কথা ভেবে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করুন। দিলীপ পালের জয় কোনও অঙ্কের হিসাবে মিলছে না। এক্ষেত্রে বিজেপির কিছু ভোট দিলীপবাবুর পক্ষে গেলেও কংগ্রেস প্রার্থীর জয়ের পথ সুগম হবে। বিজেপি সমর্থকরা বলছেন, দিলীপবাবু গেরুয়া শিবিরের ভোটে ভাগ বসালে বদরউদ্দিন আজমলের দাপট বাড়বে দিশপুরে। তখন নিজের মাথায় চাপড়ানো ছাড়া বিকল্প কিছুই থাকবে না বিধায়ক দিলীপ পাল। দিলীপবাবুর বহু সংখ্যক সমর্থকও চান না, কংগ্রেসের মহাজোটের শরিক বদরউদ্দিন অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসে যান। কিন্তু তাঁদের এমন আবেগিক ঝুঁকিতে হয়-তো বিজেপির কয়েক হাজার ভোটও কাটা যাবে। আর এতে কংগ্রেস প্রার্থীর বিজয় রোখা সম্ভব হবে না।

এবার কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে একশো ভাগ মুসলিম ভোট পড়ার গ্যারান্টি দিচ্ছেন অনেকেই। আর আজমলকে মুখ্যমন্ত্রী করার উদ্দেশ্যে মুসলিম ভোট একজোট করতে গ্রামগঞ্জে সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী ও ড্রাগস মাফিয়ারা কুচকাওয়াজ শুরু করেছে বলে খবরও পাওয়া যাচ্ছে। আর দিলীপবাবু বিজেপি প্রার্থীর দশ থেকে পনেরো হাজার ভোট কাটলে শিলচর আসনে কংগ্রেস প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলেই অনেকেই মনে করছেন। দিলীপবাবুর ''শিক্ষা'' দেওয়ার রাজনীতিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-বিরোধী আজমলদের হাত শক্ত হলে এখানকার হিন্দু বাঙালিরা কোনও দিনও তাঁকে মাফ করবেন না। ভোটের মুখে নানা মহলের চর্চায় এমনও শোনা যাচ্ছে।

বরাক উপত্যকার তিন জেলার ১৫টি আসনের মধ্যে মাত্র দুটি আসনে হিন্দু বাঙালিকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। হিন্দু বাঙালির সুরক্ষায় কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনেও বার বার আঘাত করছেন কংগ্রেস নেতারা। এই পরিস্থিতিতে বাঙালি হিন্দুরা কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে মোক্ষম জবাব দিতে প্রস্তুত বলে দাবি করেছে অনেক সংগঠন। কংগ্রেসের এ-ধরনের সিদ্ধান্তে এখানকার দলীয় নেতা-কর্মীরাও বিপাকে। এ-ঘটনায় ক্ষোভ ব্যক্ত করে দলীয় হাইকমান্ডের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিল্লি ছুটে গিয়েছিলেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব। পরে অবশ্য কোনও রহস্যজনক কারণে ১৮০ ডিগ্রি ডিগবাজি খেয়ে তিনি সাফাই দিয়ে দাবি করেছেন গোটা খবরই নাকি সংবাদ মাধ্যমের বনোয়াট। তিনি কংগ্রেসে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেনও। দিলীপবাবুকেও বিভিন্ন সময় আমরা এতদিন হিন্দু বাঙালির সুরক্ষায় সরব থাকতে দেখেছি। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি নেতাদের ''শিক্ষা'' দেওয়ার আবেগিক রাজনীতিতে নেমে হিন্দু বাঙালির সুরক্ষায় তিনি কতটুকু এগিয়ে যেতে পারবেন এ নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। দিলীপকুমার পাল রাগ বা অভিমান যা-ই করুন বিজেপি তাঁকে কিন্তু দু-দুবার প্রার্থী করেছে। জনগণও ওই দুবারই তাঁকে দিশপুর পাঠিয়েছেন। বিজেপি সরকার শিলচর তথা বরাক উপত্যকার জনসাধারণকে সম্মান জানিয়ে দিলীপকুমার পালকে বিধানসভার উপাধ্যক্ষের পদেও বসিয়েছিল। তবে তিনি বেশিদিন মর্যাদাপূর্ণ পদে থাকেননি। আচমকাই ইস্তফা দিয়ে বসেন। তিনি সেই পদে থাকলে হয়তো বরাক তথা অসমের বাঙালি হিন্দুদের কিছুটা গর্ববোধ হতো। তবে বিজেপি সরকার জনগণের সেই সম্মান সোনাইয়ের বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিয়েছে। আর আমিনুলবাবুও সেই পদে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে বরাকবাসীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, যা দিলীপবাবু পারেননি তাঁর দুর্বল বিচক্ষণতার জন্য।

আগামী সপ্তাহে শাহ-মোদীর দুই সভাতেই থাকবেন শিশির অধিকারী

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : আগামী ২৪ মার্চ কাঁথিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে ২১ মার্চ এগরায় জনসভা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর। অঘটন না ঘটলে দুই সভাতেই উপস্থিত থাকবেন কাঁথির তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী।

আগেই জানিয়েছেন তাঁর কাছে ''মেজো ছেলে''র কথাই শেষ কথা। সম্প্রতি লকেট চট্টোপাধ্যায় ''শান্তিকুঞ্জে'' গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেও তিনি তখন কথা দিতে পারেননি। আসলে ওই যে, ''মেজো ছেলে'' তখনও সবুজ সংকেত দেয়নি। কিন্তু সেই সংকেত অবশেষে মিলেছে। আর বুধবার সকালে কোভিড ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিতে যাওয়ার পথে তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী জানিয়েছিলেন, ''ছেলে বললে নিশ্চয় যাব। আমাকে সুযোগ দিলে না যাওয়ার তো কিছু নেই।'' আর সেই ছেলে, শুভেন্দু অধিকারী চণ্ডীপুরের সভা থেকে জানিয়ে দিলেন, ''শিশির বাবু প্রধানমন্ত্রীর সভায় থাকবেন।'' অর্থাৎ, সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গোটা অধিকারী পরিবারই যে পদ্মতলে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট হয়ে গেল বুধবারই।

বুধবার চণ্ডীপুরে বিজেপি-র সমাবেশ থেকেই এমন ঘোষণা করে দিলেন তাঁর পুত্র শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন, মোদীর সভায় শিশিরবাবু তো থাকবেনই। তার আগেই এগরায় অমিত শাহর সভাতেই বাবাকে যেতে বলবেন তিনি।

শিশিরবাবু আগেই জানিয়েছিলেন মেজছেলের (শুভেন্দুর) নির্দেশে পেলেই তিনি মোদীর সভায় যাবেন। এমনও বলেছিলেন যে, তিনি 'শান্তিকুঞ্জ'-এর গৃহকর্তা হলেও এখন সব সিদ্ধান্ত নেন তাঁর মেজপুত্রই। সেই মেজপুত্রই বুধবার জানিয়ে দিলেন বাবার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা। বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে বিজেপি-র জনসভায় তৃণমূলের নিন্দা করতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাবার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছিল বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। প্রসঙ্গত, গত ৬ ফেব্রুয়ারি কাঁথিতে তৃণমূলের সমাবেশে অভিষেক বলেছিলেন, ''আরে! তোর বাপকে গিয়ে বল! তোর বাড়ির পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি! যা করার কর! আয়! হিম্মত আছে?''

'অনেক'-এর শুটিং শেষে শিলং থেকে বিদায় নিলেন আয়ুষ্মান খুরানা

শিলং, ১৭ মার্চ (হি.স.) : শুটিং শেষে শিলঙের পাট গুটিয়ে নিচ্ছেন আয়ুষ্মান খুরানা। সম্প্রতি নিজের ইস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এই কথা জানিয়ে আয়ুষ্মান বলেছেন, রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনি 'অনেক'-এর শুটিং পর্ব শেষ হয়ে গেছে শিলঙে। স্বনামধন্য চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুভব সিনহা পরিচালিত ছায়াছবির শুটিং করতে বেশ কয়েকদিন শিলঙে কাটিয়েছেন আয়ুষ্মান ও তাঁর দল। আয়ুষ্মান ওই ইস্টাগ্রাম পোস্টে চলচ্চিত্রটির অভিনেতা অভিনেত্রী সমেত পুরো দলটির ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেছেন। আয়ুষ্মান আরও জানিয়েছেন, চলচ্চিত্রটির শেষাংশের কাজ হবে দিল্লিতে। তিনি লিখেছেন, আমরা বিমানে চেপে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি যেখানে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রের কাজ শেষ করতে হবে।

২০১৬ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় দু-লক্ষ ভোট নোটা-য় পড়েছিল, এডিআর রিপোর্ট

গুয়াহাটি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : ২০১৬ সালের অসম বিধানসভার ১২৬টি কেন্দ্রের নোটা এবং ভোটের ব্যবধান নিয়ে পর্যালোচনা করছে গণতান্ত্রিক সংস্কার সংস্থা (এডিআর) এবং অসম নির্বাচন পর্যবেক্ষণ (এইডব্লিউ)। তাঁদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ২০১৬ সালে অসম বিধানসভা নির্বাচনে সর্বমোট ১, ৬৯,১৯,৩৬৪ ভোটের মধ্যে ১, ৮৯,০৮৫ (১.১২ শতাংশ) ভোট নোটা-য় পড়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, ৯-টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয়ের ব্যবধানের চেয়ে নোটায় বেশি ভোট পড়েছিল। অন্তত ১, ৮৯,০৮৫ মানুষ যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ এবং এই তথ্যটি তুলে ধরাটাই রিপোর্ট প্রকাশের উদ্দেশ্য। নিজের কেন্দ্রে দাঁড়ানো কোনও একজন প্রার্থীকেও যদি কেউ তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না বলে মনে করেন তবে সেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভোটারদের সমস্ত প্রার্থীকেই নাকচ করার অধিকার দেয় নোটা। ভোটারদের কাছে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হওয়ার আগে রাজনৈতিক দলগুলোকে সচেতন করতেই এই ব্যবস্থা। প্রার্থীদের পছন্দ না হলে কাউকে জোর করে ভোট না দিয়ে সবাইকে বর্জন করার অধিকার দিতে ২০১৩ সালে নোটার বোতাম টেপার সযোগ করে দেয় ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে নোটা-য় ভোট দেওয়ার জন্যে প্রাণেশ্বর বসুমতারি (কংগ্রেস), মিশনরঞ্জন দাস (বিজেপি), বিনোদ গোয়ালা (অগপ), সুরভি রাজকেঁ ওর (বিজেপি), সুশান্ত বরগোহাঁইন (কংগ্রেস), চন্দনকুমার সরকার (কংগ্রেস), মিসবাহুল ইসলাম লস্কর (কংগ্রেস) ও দিলীপ মরান (বিজেপি)-কে সামান্য ভোটের ব্যবধানে হারতে হয়েছিল।

উল্লেখ্য, বিজিতদের মধ্যে তিনজন এমন রয়েছেন, যাঁরা ৫০০ ভোটেরও কম ব্যবধানে জিতেছিলেন এবং দুই বিজেতা ৫০ শতাংশের বেশি ভোটে জিতেছিলেন। ২০২১-এর অসম বিধানসভার ১২৬ জন বিধায়ক নির্বাচন করতে আগামী ২৭ মার্চ, ১ এপ্রিল এবং ৬ এপ্রিল তিন দফায় নির্বাচন হবে।

সারা জীবন দিয়ে গিয়েছি! আর তো আর কিছু পাওয়ার নেই! : কান্তি গাঙ্গুলি

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.): ১৯৮৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। মধ্যরাতে একদল ডাকাত একটি বাড়িতে হানা দেয়। ওদের বন্দুকের গুলিতে গুরুতর জখম হল সৈকত কর নামে একটি বাচ্চা ছেলে। ওই ঘটনার জেরে রাত থেকেই উত্তাল দক্ষিণ শহরতলির গরফা। পুলিশ সামাল দিতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে এলাকায় চলে এলেন সিপিএমের পুর প্রতিনিধি কান্তি গাঙ্গুলি। সংবাদ সংগ্রহের সূত্রে সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবেদকের দেখার অবকাশ হয়েছিল কীভাবে তিনি উত্তেজিত জনতাকে বাগে এনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেন। আরও আগে, সত্তরের দশকে নকশাল আমলের উত্তাল দিনগুলোয় যাদবপুরে সিপিএমের দূর্গের প্রধান রক্ষকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল কান্তিবাবুকে। বাম আমলে তিনি ছিলেন দলের এবং সরকারের 'ক্রাইসিস ম্যানেজার'। সঙ্কটমোচনের চাবিকাঠি। ১৯৮২-র ৩০ এপ্রিল বালিগঞ্জে বিজন সেতুতে ১৭ জন আনন্দমার্গির হত্যা থেকে শুরু করে ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরের বিখ্যাত 'অপারেশন সানশাইন' অনেক কিছুর দায় বা দায়িত্ব এসে পড়েছিল সংগঠনে দক্ষ এই রাজনীতিকের উপর। যখন সবাই ধরে নিয়েছে, প্রায় তাঁর হাতে তৈরি, জ্যোতি বসু-সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এই ঘনিষ্ঠ অনুগামী বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের নিশ্চিত আসন 'লাল দূর্গ' যাদবপুরে প্রার্থী হবেন, দল প্রার্থী করল কাশীপুরে তার আগের নির্বাচনে পরাজিত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। পরিবর্তে কান্তিবাবুকে দল প্রার্থী করল দক্ষিণ ২৪ পরগণার কঠিন আসনে। দলের নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে মেনে নিয়ে নেতৃত্বের কাছে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। পরে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় সদস্য হলেও আমজনতার কাছে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন 'ট্রাজিক হিরো' হিসাবে। কারণ, যে স্বীকৃতি তাঁর পাওয়ার কথা ছিল, তা পাননি।

সেই কান্তি গাঙ্গুলিকে এবারও তাঁর দল এক কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী করেছে রায়দিঘি কেন্দ্রে। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে সাফ জানান, "আমি একেবারেই চাইনি প্রার্থী হতে। দল বলল, না বললে চলবে না।" কেন চাননি? "ভোটের প্রচারে কম কষ্ট? আর ক'দিন বাদে ৭৮ বছর হবে। এই বয়সে এত পারি? সারা জীবন দিয়ে গিয়েছি! আর তো আর কিছু পাওয়ার নেই!" মুখে যাই বলুন, প্রচার শুরু করে দিয়েছেন পুরোদমে। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও মোটরবাইকে চড়ে চলছে প্রচার। পথসভা করে জনসংযোগ করছেন বাম প্রার্থী।

আটের দশক থেকে ধাপে ধাপে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার, বরো চেয়ারম্যান, মেয়র পারিষদ, ২০০১ আর ২০০৬-এর ভোটে জিতে বিধায়ক হন মথুরাপুর থেকে। মন্ত্রীও হন। তার পরের দু'বার হেরে যান রায়দিঘিতে। মাঝে ১৯৯৮-তে দল যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছিল। জিততে পারেননি। সত্যিকারের 'কাছের মানুষ, কাজের মানুষ'-এর ভাবমূর্তি থাকা সত্ত্বেও কেন হারলেন? কান্তিবাবুর জবাব, "গতবার, মানে '১৬-তে রায়দিঘিতে এসইউসি ও বিজেপি-র ভোট ছিল যথাক্রমে ১২ হাজার ও ১৪ হাজার। তা নেমে হয় যথাক্রমে ২ হাজার ও ৩ হাজার। মানে, ভোট বিক্রি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও হেরে যাই মাত্র ১,২০০ ভোটে। ওই কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের ৪৭ শতাংশ পেয়েও জিততে পারিনি। এ রকম আর নজীর আছে?'

রায়দিঘীতে এবারের তৃণমূল প্রার্থী এক চিকিৎসক, একটি নার্সিং হোমের মালিক। এলাকার ভোটদাতার প্রায় ৩৪ শতাংশ মুসলমান। ওদের ভোটের সিংহভাগই নিজের দলের ঝুলিতে আসবে বলে তৃণমূল-সিপিএম দু'দলেরই আশা। ভোটে অনেকটাই নির্ণায়ক ওই মুস্লিম ভোট। এই কেন্দ্রে গত দু'বারের বিধায়ক ছিলেন অভিনেত্রী তৃণমূলের দেবশ্রী রায়। মূলত তাঁকে কেন্দ্র করে নানা সময়ে খবরে এসেছে রায়দিঘির নাম। মুখ পুড়েছে তৃণমূলের। সম্প্রতি দলত্যাগ করে ফের খবর হয়েছেন দেবশ্রী। এবার কি তাহলে পরিস্থিতি ইতিবাচক? কান্তিবাবুর জবাব, "না। এবার আরও কঠিন।" কেন? "জীবন - জীবিকা, পরিবেশ-সুন্দরবন এ সব কোনও বিচার্য বিষয় নয়। ভোটে এবার সম্পূর্ণ মেরুকরণ। কী হবে, কেউ জানে না।'

যে ঘটনা দিয়ে এই লেখার শুরু, সেই ছোট্ট ছেলেটি সে যাত্রায় বেঁচে গেলেও তার দুটো চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করা সৈকত ব্লাইন্ড পার্সনস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক। প্রায় ৩৩ বছর আগের ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "ঘটনার পর চিকিৎসার জন্য আমাকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিলেন। খোঁজ রেখেছেন। উনি জিতলে ভাল লাগবে।' বুধবার সকাল থেকে ব্যস্ত কান্তিবাবু। ডায়মন্ডহারবারে মহকুমা অফিসে যাবেন মনোনয়ন পেশ করতে। ঘরের বাইরে অপেক্ষায় অনুগামীরা। তাঁদেরও কিছু পাওয়ার আশা নেই। আদর্শই সম্বল।

আদালতের নির্দেশ মেনে অবিলম্বে এসএসএ শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে ত্রিপুরা এসএসএ টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমর্মে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

সরকারের তিন বছর পুর্তি উপলক্ষে তেলিয়ামুড়ায় বিজেপির সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ মার্চ।। বিজেপি জোট সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২৮ তেলিয়ামুড়া মন্ডলের উদ্যোগে এক জনসমাবেশের আয়োজন করা হয় তেলিয়ামুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত অম্পি চৌমুহনীর লাগোয়া স্থানে। বুধবার বিকাল তিনটা নাগাদ।এই জনসমাবেশে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল করে জনসমাবেশে অংশ গ্রহন করে। সমাবেশের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটির সভাপতি তথা কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, ২৮ তেলিয়ামুড়া মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সূত্রধর,সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিনের জনসমাবেশে কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।জন সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটির সভাপতি তথা কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন২৫ বছরের বাম সরকার যা করতে পারেনি ৩ বছরের বিজেপি জোট সরকার তা করে দেখিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনা, বিভিন্ন রাস্তা ঘাট নির্মাণ করা হচ্ছে। বিজেপি সরকার মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্যের সরকার করোনা পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ৩ শতাংশ ডি.এ প্রদান করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন-এই রাজ্যে এমন এক সরকার চলছে এই সরকারের কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে হয় না, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাইবার আগেই জনতার মাঝে সব কিছু নিয়ে হাজির হয়। এই তিন বছরের মধ্যে বিশেষ করে তেলিয়ামুড়াতে মহা শ্মশান ঘাটের জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি, আধুনিক মোটর স্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে চলেছে রাজ্যের বর্তমান বিজেপি জোট সরকার। তবে এই বাস্তবায়িত হবে আগামী দিনে। পরে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় বলেন-বিগত দিনে সিপিআইএম দলের সরকার উন্নয়নের নামে বড় বড় ভাষণ দেওয়ার কাজটি সমাধা করতো। যার ফলে উন্নয়নের দিক দিয়ে গোটা রাজ্যে ছিল কঙ্কালসার। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন গোটা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে শহর, প্রত্যন্ত এবং গ্রাম প্রত্যেকদিন এলাকাতেই উন্নয়নের কাজ চলছে জোর গতিতেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

আগরতলা শহরে পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বুধবার বটতলা বাজারে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে দেশী ও বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রমেশ যাদব এর নেতৃত্বে বটতলা আউটপোস্ট এবং পশ্চিম থানার পুলিশ বুধবার বটতলা বাজারে তল্লাশি চালায়। বটতলা বাজারে দেশী ও বিলেতি মদ অবৈধভাবে বিক্রি হয়। শুধু দেশি বিদেশি মদ বিক্রি নয়, জান্ডি মুন্ডার বেআইনি জুয়ার আসর প্রতিনিয়ত বসে। পুলিশের সদিচ্ছা থাকলে যে বেআইনি কাজ কর্ম বন্ধ করা যায় বুধবার বটতলা বাজারে মদ বিরোধী অভিযান চালিয়ে তা প্রমাণ করেছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। বিভিন্ন অলিগলিতে গজিয়ে ওঠা দেশী বিদেশী অবৈধ মদের দোকান গুলিতে হানা দিয়ে প্রায় ১০০০ লিটার দেশী মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রমেশ যাদব জানিয়েছেন।

দিল্লির বাড়িতে রহস্য-মৃত্যু বিজেপি সাংসদ রাম স্বরূপের উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): রহস্যজনক মৃত্যু হল হিমাচল প্রদেশের মান্ডির বিজেপি সাংসদ রাম স্বরূপ শর্মার। বুধবার সকালে দিল্লির গোমতি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বিজেপি সাংসদ রাম স্বরূপ শর্মার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ভিতর থেকে বন্ধ ছিল দরজা, ঘরের ভিতরে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় বিজেপি সাংসদের দেহ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিজেপি সাংসদ রাম স্বরূপ শর্মা আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে, কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। রাম স্বরূপ শর্মা হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে বিজেপির সাংসদ ছিলেন।

দিল্লি পুলিশের পিআরও চিন্ময় বিসওয়াল জানিয়েছেন, 'সিলিং ফ্যানে ঝুলছিল বিজেপি সাংসদের দেহ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ৬২ বছর বয়সী বিজেপি সাংসদ শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন।' দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সাংসদের একজন কর্মী এদিন সকালে ফোন করে পুলিশকে ডাকেন। সকাল ৭.৪৫ মিনিট নাগাদ পুলিশ কন্টোল রুমে ফোন করা হয়েছিল। বারবার ডাকাডাকি করেও সাংসদের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে পুলিশে খবর দেন ওই কর্মী। পুলিশ গিয়ে দেখে ভিতর থেকে বন্ধ ছিল ঘরের দরজা। দরজা খুলতেই দেখা যায় ভিতরে সিলিং ফ্যানে ঝুলছে বিজেপি সাংসদের দেহ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বিজেপি সাংসদ আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু, কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। এদিন রাম স্বরূপ শর্মার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই ছুটে যান কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন বিজেপি, কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদরা। বুধবার বিজেপি-র সংসদীয় কমিটির বৈঠক ছিল। এই খবর পাওয়ার পর সেই বৈঠক বাতিল করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার জলপেহার গ্রামে ১৯৫৮ সালের ১০ জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাম স্বরূপ শর্মা। তিনি দু''বারের সাংসদ। মান্ডি লোকসভা কেন্দ্র থেকে ষষ্ঠদশ এবং সপ্তদশ লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন টাইগার উডস

লস এঞ্জেলেস, ১৭ মার্চ (হি.স.): সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন বিশ্বখ্যাত গল্ফার টাইগার উডস। বাড়ি ফেরার পর টুইট-বার্তায় হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স-সহ হাসপাতালের সমস্ত কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন টাইগার উডস। টাইগার উডস জানিয়েছেন, বাড়িতেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠব আমি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বড়সড় গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন টাইগার উডস। কিংবদন্তি এই গল্ফারকে কোনও মতে গাড়ি থেকে বার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন থেকে টাইগার উডসের চিকিৎসা চলছিল হারবার-ইউসিএলএ মেডিক্যাল সেন্টার এন্ড সেডার্স-সিনাই মেডিক্যাল সেন্টারে, অবশেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন টাইগার উডস।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শত্রুতা মেটাতে জীব হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। শত্রুতা মেটাতে অবলা জীব হত্যা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমতলী থানা এলাকার সেকের কোট এর পশ্চিম পাড়া এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।পূর্ব শত্রুতার জেরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চক্রান্ত করে জমিতে বিষাক্ত ঔষধ দিয়ে ১৮ টি হাস হত্যা করল ২ যুবক। এ ব্যাপারে আমতলী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার সেকেরকোট পশ্চিম পাড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সেকেরকোট পশ্চিম পাড়া এলাকার বিশ্বজিৎ ধরের আঠারোটি হাস রয়েছে।

দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত অনেক আশা নিয়ে তার পরিবার হাঁস পালন করে আসছে। বুধবার সকাল বেলা সেই হাঁসগুলি পাশের জমিতে যায়। সেই জমির মালিক হলেন শান্তু ধর। জমিতে চাষাবাদ করে ওই এলাকারই দুলাল মিয়া। জমির মালিক ও কৃষক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জমিতে বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে হাঁসগুলিকে হত্যা করে।জানা যায় পূর্বে তাদের মধ্যে শত্রুতা ছিল। পূর্ব শত্রুতার জেরেই ১৮ টি হাঁসকে হত্যা করেছে।পরবর্তী সময়ে বিশ্বজিত ধর এলাকার মাতববরদের দ্বারস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্তত ব্যক্তি কোন আশ্বাস ও ন্যায় বিচার না পেয়ে আমতলী থানায় মামলা করে তাদের বিরুদ্ধে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেকেরকোট পশ্চিম পাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। অবলা জীব হত্যার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

দুই ছাত্রের মারধরে একজন অজ্ঞান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ মার্চ।। বিশালগড় মহাকুমার ১ নং চন্দ্রনগর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর দুই ছাত্র অমৃত শীল (১৩) এবং সম্পন আলম (১৪) তারা দুজনের মধ্যে স্কুলের ভিতরে ঝগড়া হয় ও তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয় কিন্তু অমৃত শীলের ঘুষিতে সম্পন আলমের গুরুতর আহত হয়। পরবর্তী সময়ে সম্পন আলমের নাকে মুখে দিয়ে অনবরত রক্ত পড়তে থাকে কিন্তু চন্দ্রনগর হাই স্কুলের শিক্ষক আহত ছাত্র কে হাসপাতালে না নিয়ে আহত ছাত্রের অভিভাবক কে খবর দেয়। অভিভাবক কিছুক্ষণ পর স্কুলে এসে দেখতে পায় উনার ছেলে অজ্ঞান অবস্থা স্কুলের অফিস কক্ষে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আহত ছাত্রের পিতা একটি গাড়ি নিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য আহত ছাত্রটিকে হাঁপানিয়া মেডিকেল হাসপাতালে রেফার করে দেয়।আহত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ স্কুলের শিক্ষক বাড়িতে খবর না দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই আহত স্কুলছাত্রটিকে হাসপাতালের অন্য অভিভাবকরা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। সবার মুখে একটাই কথা যদি এরকম কান্ডজ্ঞানহীন শিক্ষক থাকলে স্কুলে তাহলে আগামী দিনে আরো বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তাহলে বাড়ি থেকে স্কুলে আসলে তাদের দায়িত্ব কে নেবে তা নিয়ে অভিভাবকদের মুখে প্রশ্ন চিহ্ন।

মুঙ্গিয়াকামীর প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদে নানাহ সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ মার্চ।। দীর্ঘ ২৫ বৎসরের একটানা বামেদের পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্বশাসিত জেলা পরিষদের আওতাধীন গ্রাম পাহাড়ে কতটুকু মৌলিক অধিকার গুলি জনস্বার্থে পৌঁছেছে।ওই জনজাতি এলাকাগুলিতে গিরি বাসীরা কিভাবে দিন গুজরান করছে দৃষ্টান্ত উঠে এলো তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের পূর্ব লক্ষ্মীপুর স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত প্রত্যন্ত এলাকা রাম নারায়ন পাড়া।ওই এলাকার জনজাতি দের অন্যান্য সমস্যা গুলির কথা না জানালেও বিশুদ্ধ পানীয় জল সহ যাতায়াতের ব্যবস্থা থেকে চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে সেই বিষয়ে এলাকাবাসীরা জানালেন।দশকের পর দশক ধরে ওই জুমিয়া পরিবারগুলো বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং যাতায়াতের পথ এর জন্য প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন-নিবেদন জানিও কাজের কাজ অশ্ব ডিম্ব।তেলিয়ামুড়া শহর থেকে জাতীয় সড়ক ধরে চড়াই উতরাই মেটো পারাপার করে যেতে হয় ওই এলাকায়।বর্তমানে ওই এলাকায় ১০ থেকে ১২ টি পরিবারের বসবাস।প্রত্যেকটি পরিবার জুম চাষ এবং বনের লতা পাতা সহ লাকড়ি বিক্রি করে সংসারের ভরণপোষণ মেটাতে হয়।ওই এলাকার অধিবাসীরা অন্যান্য সমস্যার গুলির ব্যাপারে না জানালেও বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং যাতায়াতের পথ যে নেই সে বিষয়ে জানালেন।বর্তমানে সুখা মরশুমে পানীয় জলের জন্য থেকে দূর থেকে বহুদূরে ছড়া কিংবা গর্তের জল খেয়ে জীবন জীবিকা নির্ভর করতে হচ্ছে।আর এই ও পরিশ্রুত পানীয় জল পান করে জল বাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে।সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।অসুস্থ রোগীর থেকে শুরু করে নিত্যদিন চলাফেরা করতে হয় এই পথ ধরে।এলাকাবাসীদের দাবি পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ রাস্তা ঘাট তৈরি করে দেওয়া।

পালিত

● প্রথম পাতার পর

এক ও অভিন্ন সত্ত্বা। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে ও জাতীয় শিশু দিবসে জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি অসাম্প্রদায়িক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ায় ভারত সরকার তথা ত্রিপুরা সরকার, ত্রিপুরাবাসী এবং সকল ভারতবাসীকে বাংলাদেশের পাশে থাকার আহ্বান জানান।

এর পর ত্রিপুরার শিশু শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

কমলপুরে

● প্রথম পাতার পর

অনেক নিরীহ মানুষের উপর জোর খাটিয়ে পাট্টা পাওয়া জমি দখল করেছিল। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জামা পাল্টিয়ে বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী হওয়ার অভিনয় করে ওই ভিলেজে বিজেপি দলের জায়গা করে নেয়। বর্তমানে এরা বিজেপি দলের তকমা লাগিয়ে এডিসি ভিলেজের নিরীহ গরীব মানুষের উপর হুমকি ভয়-ভীতি দেখিয়ে জমি দখলে মত্ত হয়েছে। তাদের কাজ পাট্টা পাওয়া জমি দখল করা। বাসিন্দা সুপর্ণা দেববর্মা কার্তিক কন্যা দেববর্মা ও মুঙকুরই দেববর্মা জমি ফেরত পাওয়ার জন্য ও নিরাপত্তার জন্য বুধবার কমলপুর থানায় সুবিনয় দেববর্মা ও অনুপ কুমার দেববর্মার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্তরা শাসক দলের অনুগামী রায় পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে জানা গেছে।

বাইক

● প্রথম পাতার পর

. অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকলে বাইকের মালিক বিষয়টি টের পেয়ে তড়িঘড়ি নিজের ঘর থেকে ওঠে প্রথমে বাইকে লাগানো আগুন নেবানোার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে এলাকার লোকজন এসে জল দিয়ে নজরুলের বাইক ও নিজের বসত ঘরটি বাঁচানোর চেষ্টা কররে। বাইকটিকে আগুনের হাত থেকে রক্ষাযা করা যায়নি।বাইকের টুলবক্সে ছিল বাইকের লাইসেন্স ও ইন্সুরেন্স সহ মূল্যবান কাগজ পত্র।তাও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুড়ে যাওয়া বাইকের নাম্বার ছিল টি-আর -০১-টি -৫০২৩। বাইকের মালিক বুধবার সকাল বেলা কলমচৌড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনার জেরে পুরো এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি পরিকল্পিত নাশকতামূলক ঘটনা বলে অভিযোগ।

পরিশ্রুত

● প্রথম পাতার পর

গ্রামবাসীরা জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন। জানা যায় গত ছয় দিন যাবত বৈরাগীপাড়াতে পানীয় জলের একমাত্র উৎস ডিপটিউওয়েলটি চালানো হচ্ছে না,।কারণ হিসেবে জানা যায় বৈরাগীপাড়া স্থিত ট্রান্সফরমারটি নষ্ট হয়ে যায় ৭ দিন আগে।

কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি ফিডকো কোম্পানি সাত দিন যাবত ট্রান্সফরমারটি সারাই করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। যার ফলে বিদ্যুৎ না থাকায় ডিপটিউবওয়েলটি চালানো যাচ্ছে না। তাতে গ্রামবাসীরাও জল পাচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ এ বসেন গ্রামের মহিলারা। অবরোধকারীরা স্পষ্ট ভাবে জানান কতৃপক্ষের কাছ থেকে কোন আশ্বাস না পাওয়া গেলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।শুকা মরসুমে পানীয় জলের অভাবে এলাকার মানুষজন জটিল সমস্যায় পড়েছেন। এরইমধ্যে বিদ্যুতের অভাবে পাম চালাতে না পারায় পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা আরো বেড়েছে।

যুবতীদের

● প্রথম পাতার পর

সত্ত্বেও তাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে না।

রাজ্য সরকার আগরতলা পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং অন্যান্য স্থানেও নতুন নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অথচ কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না।শুধুমাত্র স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করলেই স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়ন করা যায় না বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছে।

অসন্তোষ

● প্রথম পাতার পর

দেখেন দোকান ঘরের দরজা ভাঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া থানায়। পুলিশ ছুটে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। দোকান মালিক চরনজয় রিয়াং জানিয়েছেন চুরির ঘটনায় কমপক্ষে তার কুড়ি হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকা জোড়ে প্রতি রাতেই একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। এতে করে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারন মানুষজনদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে। রাতে গন্ডাছড়া শহর এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে থানা সংলগ্ন চুরির ঘটনায় আবারও পুলিশের ভূমিকায় সাধারন মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। গন্ডাছড়া বাজারসহ আশপাশ এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে অসমের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের অভিযান, ব্যাপক পরিমাণের অবৈধ মদ ও টাকা বাজেয়াপ্ত

গুয়াহাটি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য রুখতে বিগত বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক অভিযান চালিয়ে স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম, ফ্লায়িং স্কোয়াড এবং ভিডিও সার্ভিলেন্স টিম প্রচুর পরিমাণের অবৈধ মদ ও নগদ টাকা উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোয়ালপাড়া জেলায় স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম এবং ফ্লাইং স্কোয়াডের সক্রিয় ভূমিকায় ২০১৬ সালের তুলনায় এ বছর উদ্ধারকৃত অবৈধ টাকা ও মদের পরিমাণ প্রায় ৫.৫ গুণ বেশি।

গোলাঘাট জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে অবৈধ টাকার লেনদেন ও অবৈধ মদের অবাধ ব্যবসা ইত্যাদি অনৈতিক কাজকর্ম রোধ করার উদ্দেশ্যে ৯৫ গোলাঘাট এবং ৯৬ নম্বর খুমটাই বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র এলাকায় স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম এবং ফ্লাইং স্কোয়াডের সক্রিয় ভূমিকায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন সচেতন নগরিকরা। এই দুই বিধানসভা এলাকায় নিয়োজিত স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিন, ফ্লাইং স্কোয়াড এবং ভিডিও সার্ভিলেন্স টিম বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই দলটি গত ২৪ ঘণ্টায় তালাশি অভিযান চালানোর ফলে আদর্শ নির্বাচনি আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ঘটনা কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আদর্শ আচরণ বিধি বলবৎ হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৯৫ গোলাঘাট সমষ্টি এবং ৯৬ খুমটাই সমষ্টি থেকে ২১,৬৮,২৫৫ টাকা মূল্যের অবৈধ মদ এবং ১১,৮৫,৭০৫ অবৈধ টাকা উদ্ধার করতে স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিন, ফ্লাইং স্কোয়াড এবং ভিডিও সার্ভিলেন্স টিম সক্ষম হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আদর্শ আচরণবিধি সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক কুলদীপ হাজরিকা জানিয়েছেন, বিগত ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এ বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের নির্বাচনে অবৈধ মদ ও কালোটাকার ব্যবহার প্রায় ৫.৫ গুণ বেশি। তিনি আরও জানিয়েছেন, এই দুই নির্বাচন কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম, ফ্লাইং স্কোয়াড এবং ভিডিও সার্ভিলেন্স টিম অধিক সক্রিয়। তার ফলেই এই বৃহৎ পরিমাণের অবৈধ কালো টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে প্রশাসন। উল্লেখ্য, নির্বাচনে অবৈধ টাকার লেনদেন ও প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের ওপর নজর রাখার জন্য নির্বাচনি আচরণবিধি বলবৎ করা হয়। এই সময় যে-কোনও ব্যক্তি বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ৫০ হাজারের বেশি নগদ টাকার লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্বাচন আয়োগ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই নিয়ম অনুসারে কারও কাছে টাকার বৈধ কাগজপত্র না থাকলে সেই টাকাকে অবৈধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এদিকে বঙাইগাও জেলার গোবিন্দপুরে ফ্লাইং স্কোয়াডের অভিযানে বৃহৎ পরিমাণে কালো টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ফ্লাইং স্কোয়াড।

বুধবার করোনার টিকা নিলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ ও তাঁর স্ত্রী।

াঙ্গন

গুরবাজ ঝড় ও বোলারদের নৈপুণ্যে আফগানিস্তানের জয়

ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। কার্যকর ইনিংস খেললেন আসগর আফগান। এরপর বোলারদের দারুণ নৈপুণ্যে সহজেই জিতল আফগানিস্তান। আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৪৮ রানে জিতেছে আফগানিস্তান। ১৯৯ রানের লক্ষ্য তাড়ায় জিম্বাবুয়ে থামে ১৫০ রানে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে গেল আফগানিস্তান। আফগানদের বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে দেন গুরবাজ। ব্যাটিং উইকেটে ৪৫ বলে ৮৭ রানের ইনিংস খেলেন এই ওপেনার। অধিনায়ক আসগর করেন ৩৮ বলে ৫৫ রান। এরপর প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের মারমুখী হওয়ার সুযোগ দেননি করিম জানাত। দুর্দান্ত বোলিংয়ে তিনি কেবল ১৪ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। ২৮ রানে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন রশিদ খান। টস হেরে বুধবার ব্যাটিংয়ে নামা আফগানিস্তানকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন গুরবাজ ও জানাত। উদ্বোধনী জুটিতে ৫২ বলে ৮০ রান তোলেন দুই জন। ইনিংসের পঞ্চম বলে সিকান্দার রাজাকে চার মেরে শুরু হয় গুরবাজের তাণ্ডব। পরের ওভারে রিচার্ড এনগারাভাকে টানা দুই ছক্কায় ওড়ান তিনি। ডোনাল্ড টিরিপানোকে জোড়া চার মারার পর শন উইলিয়ামসের ওভারে মারেন আরও তিনটি। ২৬ বলে তুলে নেন ফিফটি। জিম্বাবুয়েকে প্রথম সাফল্য এনে দেন এনগারাভা। ২২ বলে তিন চারে ২৬ রান করা জানাতকে কট বিহাইন্ড করে ফেরান বাঁহাতি এই পেসার।

দল উইকেট হারালেও গুরবাজ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং চালিয়ে যান। দারুণ ব্যাটিংয়ে তাকে সঙ্গ দেন অধিনায়ক আসগর। তিনিও দ্রুত বাড়াতে থাকেন রান। রাজাকে এক ছক্কা ও টিরিপানোকে দুই ছক্কা মারেন গুরবাজ। ব্র্যান্ডন মাভুতাকে একটি মারার পর রায়ান বার্লকে ওড়ান আরও দুইবার। সেঞ্চুরি কাছেই ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি ছুঁতে। বার্লের পরের ওভারে উড়িয়ে মারার চেষ্টায় ধরা পড়েন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে। থামে ৪৫ বলে ৬ চার ও ৭ ছক্কায় তার ৮৭ রানের ইনিংস। ভাঙে ৭৪ রানের জুটি। মোহাম্মদ নবি বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। তবে এক প্রান্তে জিম্বাবুয়ের বোলারদের শাসন করতে থাকেন আসগর। শেষ ওভারে ব্লেসিং মুজরাবানিকে ছক্কায় উড়িয়ে ৩৭ বলে ফিফটি স্পর্শ করেন তিনি। পরের বলে আবারও ছক্কা মারতে গিয়ে ধরা পড়েন বাউন্ডারিতে। ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৩৮ বলে করেন ৫৫। লক্ষ্য তাড়ায় জিম্বাবুয়ের শুরুটা খুব খারাপ হয়নি। কিন্তু তা ধরে রাখতে পারেনি তারা। দলটির ৩০ পার করেন কেবল টিনাশে কামুনহুকামউই। পঞ্চম ওভারে প্রথম উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। ফরিদ আহমাদের বলে পুল করে ডিপ মিডউইকেটে ধরা পড়েন টারিসাই মুসাকান্দাকে ১৮ রান করে। এরপর কামুনহুকামউই ও উইলিয়ামস দ্রুত রান তুলে কমাতে থাকেন ব্যবধান। দুই জনের ব্যাটে ১০ ওভার শেষে জিম্বাবুয়ে পায় ৮২ রান। নবির অফ স্পিনে পরপর দুই বলে চার ও ছক্কা মারেন শন উইলিয়ামস। কিন্তু পরের ওভারেই তাকে ফিরিয়ে দেন জানাত। ২০ বলে এক ছক্কা ও ২ চারে জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক করেন ২২ রান। ফিফটির দিকে এগোচ্ছিলেন কামুনহুকামউই। রশিদের গুগলিতে বোল্ড হয়ে তাকে থামতে হয় ৪৪ রানে। ৩৭ বলের ইনিংস মারেন ৪টি চার। বার্লকে বোল্ড করে দেন জানাত। মারমুখী ব্যাটিংয়ে চেষ্টা করা সিকান্দার রাজাকে ইনিংস বড় করতে দেননি ফরিদ। ১৪ বলে ৩ চারে ২২ রান করে এই অলরাউন্ডার ক্যাচ দেন বাউন্ডারিতে। এক বলের ব্যবধানে রিচমন্ড মুতুমবামি ও ওয়েসলি মাধেভেরেকে ফিরিয়ে দেন রশিদ। সেভাবে কখনোই জয়ের সম্ভাবনা জাগাতে না পারা দলটি শেষ দুই ওভারে শুধু হারের ব্যবধানই কমায়। আগামী শুক্রবার দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: আফগানিস্তান: ২০ ওভারে ১৯৮/৫ (গুরবাজ ৮৭, জানাত ২৬, আসগর ৫৫, নবি ৭, রশিদ ৭, জাদরান ০*, গনি ০*; রাজা ২-০-১৬-০, এনগারাভা ৪-০-৪৩-১, মুজারাবানি ৪-০-৩৮-২, টিরিপানো ৪-০-৪৬-০, উইলিয়ামস ১-০-১৪-০, মাভুতা ২-০-১৩-০, বার্ল ৩-০-২৪-১)।

জিম্বাবুয়ে: ২০ ওভারে ১৫০/৭ (কামুনহুকামউই ৪৪, মুসাকান্দা ১৮, উইলিয়ামস ২২, রাজা ২২, বার্ল ২, মুতুমবামি ১৫, মাধেভেরে ২, টিরিপানো ৬*, মাভুতা ১০*; নাভিন ৩-০-২৭-০, হামজা ৩-০-১৯-০, ফরিদ ৪-০-৩১-২, নবি ২-০-২৪-০, জানাত ৪-০-১৪-২, রশিদ ৪-০-২৮-৩)।

ফল: আফগানিস্তান ৪৮ রানে জয়ী।

সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে আফগানিস্তান। ম্যান অব দা ম্যাচ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ।

আতালান্তাকে আবারও হারিয়ে শেষ আটে রিয়াল

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের পর যেন পথ ভুলে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। নকআউট পর্বের শুরুতেই আটকে যাচ্ছিল বারবার। এবার সে বাধা কাটলো। আতালান্তাকে আবারও হারিয়ে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা পা রাখল কোয়ার্টার-ফাইনালে। আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে ৩-১ গোলে জিতে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল জিনেদিন জিদানের দল। প্রথম দেখায় ইতালিয়ান ক্লাবটির মাঠে ১-০ গোলে জিতেছিল তারা।প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন, খেলতে হবে আক্রমণাত্মক-এমন ফুটবল দর্শনেই পরিচিত হয়ে উঠেছে আতালান্তা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে প্রতিযোগিতার রেকর্ড চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে সেই কৌশলে সুবিধা করতে পারল না গত আসরে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠে চমকে দেওয়া দলটি।করিম বেনজেমার গোলে রিয়াল এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান সের্হিও রামোস। শেষ দিকে লুইস মুরিয়েল ব্যবধান কমানোর পর রিয়ালের তৃতীয় গোলটি করেন মার্কো আসেনসিও।সেরি আয় ২৭ রাউন্ডে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৩ গোল করা দলটি এবারের বাঁচা-মরার লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে পারতো দ্বিতীয় মিনিটেই। তবে ছয় গজ বক্সের মুখে বল পেয়ে ঠিকমতো শট নিতে পারেননি রবিন গোসেন্স।আক্রমণের শুরুর ঝাপটা সামলে ধীরে ধীরে পাল্টা আক্রমণে উঠতে শুরু করে রিয়াল। তবে প্রতিপক্ষের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না তারা। ২৭তম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় স্বাগতিকরা; কিন্তু ডি-বক্সে বেনজেমার কাটব্যাক ভিনিসিউস জুনিয়র ফাঁকায় পেয়েও প্রথম প্রচেষ্টায় শট নিতে ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ হতে হয়।প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুলের সুযোগে ৩৪তম মিনিটে এগিয়ে যায় রিয়াল। সতীর্থের ব্যাকপাস পেয়ে মার্কো স্পোর্তিয়েল্লো সরাসরি তুলে দেন সামনে লুকা মদ্রিচের পায়ে। ক্রোয়াট এই মিডফিল্ডার দ্রুত ডি-বক্সে ঢুকে বাঁয়ে ফাঁকায় বেনজেমাকে খুঁজে নেন। আর ডান পায়ের নিচু শটে বল জালে পাঠান তিনি।সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচে গোল পেলেন বেনজেমা। চোট কাটিয়ে গত সপ্তাহে লা লিগায় আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচে ফিরে শেষ সময়ে গোল করে হার এড়ান ফরাসি ফরোয়ার্ড। এরপর গত শনিবার লিগে তার জোড়া গোলেই এলচেকে ২-১ ব্যবধানে হারায় রিয়াল।ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় বেনজেমার গোল হলো ৭০টি। আর একটি করলেই উঠে বসবেন সাবেক রেকর্ড গোলদাতা ও বর্তমানে তালিকার চতুর্থ স্থানে থাকা রাউল গনসালেসের পাশে।দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে দারুণ একটি গোল হতে পারতো ভিনিসিউসের। নিজেদের ডি-বক্সের বাইরে থেকে বল ধরে ছোটার পথে সতীর্থকে পাস দিয়ে এগুতে থাকেন। ফিরতি পাস ধরে দ্রুত ডি-বক্সে ঢুকে ডিফেন্ডারদের ফাঁকি দিয়ে গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড; কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট শটে হতাশ করেন তিনি। নিশ্চিত গোলের সুযোগ এভাবে নষ্ট হওয়ায় মাঝমাঠে হতাশায় নুইয়ে পড়েন রামোস।ছয় মিনিট পর অবশ্য তার আরেকটি দ্রুত গতির আক্রমণের ফলশ্রুতিতেই পেনাল্টি পায় রিয়াল। ডি-বক্সে তাকে ফাউল করেন রাফায়েল তোলোই। সফল স্পট কিকে শেষ আটের পথ সুগম করেন রামোস। ৬৮তম মিনিটে ভাগ্যের ফেরে দ্বিতীয় গোল পাননি বেনজেমা। তার প্রথম প্রচেষ্টার হেড গোলরক্ষক ঠেকানোর পর পাল্টা হেড পোস্টে বাধা পায়। ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া আতালান্তা এর আগে ও পরে দারুণ দুটি সুযোগ পায়। কিন্তু থিবো কোর্তোয়াকে পরাস্ত করতে পারেনি তারা। দুবারই দুভান জাপাতার শট পা দিয়ে ঠেকান বেলজিয়ান গোলরক্ষক। ৮৪তম মিনিটে আর পারেননি কোর্তোয়া। দুর্দান্ত ফ্রি-কিকে রক্ষণ প্রাচীরের ওপর দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন কলম্বিয়ার ফরোয়ার্ড মুরিয়েল। তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা অবশ্য শেষ হয়ে যায় পরের মিনিটেই। লুকাস ভাসকেসের পাস ধরে কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়ান দুই মিনিট আগেই বদলি নামা আসেনসিও। ২০১৭-১৮ মৌসুমে সবশেষ ইউরোপ সেরা হওয়ার পরের আসরে রিয়াল ছিটকে যায় শেষ ষোলোয় আয়াক্সের বিপক্ষে হেরে। আর গত মৌসুমে তারা একই পর্বে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে হারে দুই লেগেই। পরের ধাপের টিকেট মিলল এবার। মৌসুম জুড়ে উত্থান-পতনের পথচলায় লক্ষ্য এখন আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার।

পাকিস্তান দলে করোনাভাইরাসের হানা

আফ্রিকা সফর সামনে রেখে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরুর আগে একটি ধাক্কা খেল পাকিস্তান। স্কোয়াডে থাকা একজন ক্রিকেটার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বুধবার এক বিবৃতিতে জানায়, খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফসহ মোট ৩৫ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হয় মঙ্গলবার। যেখানে একজন খেলোয়াড়ের ফল পজিটিভ আসে। তার নাম অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। যাদের ফল নেগেটিভ এসেছে তারা বৃহস্পতিবার লাহোরে যাবেন। সেখানে টিম হোটেলে আরেক দফা পরীক্ষা হবে তাদের। যাদের ফল নেগেটিভ আসবে তারা শুক্রবার থেকে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরু করতে পারবেন।আক্রান্ত খেলোয়াড় এখন বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন। সেখানে বৃহস্পতিবার আরেক দফা পরীক্ষা হবে তারও। ফল নেগেটিভ এলেই কেবল টিম হোটেলে যেতে পারতেন তিনি। তবে অতিরিক্ত আরও দুই দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে তাকে। এরপর আরেক দফা পরীক্ষায় নেগেটিভ হলে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন। আফ্রিকা সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনটি ওয়ানডে ও চারটি টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। এরপর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলবে তিনটি টি-টোয়েন্টির সঙ্গে দুটি টেস্ট। সফরের জন্য গত শুক্রবার তিনটি আলাদা দল দিয়েছে পিসিবি। লাহোরের ক্যাম্পে নিজেদের মধ্যে ৫০ ওভারের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবেন বাবর আজমরা। সাদা বলের স্কোয়াডে থাকা খেলোয়াড়রা ভাড়া করা বিমানে জোহানেসবার্গের উদ্দেশে দেশ ছাড়বেন আগামী ২৬ মার্চ। টেস্ট দলে থাকা খেলোয়াড়রা যাবেন পরে। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় পিএসএল স্থগিত হওয়ার পর এটাই পাকিস্তানের প্রথম সিরিজ।

ডে ব্রুইনে-গিনদোয়ানের গোলে কোয়ার্টার-ফাইনালে সিটি

প্রথম লেগের জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে এক পা দিয়েই রেখেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। ফিরতি পর্বেও বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখকে হারিয়ে দিয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল।বুদাপেস্টের পুসকাস অ্যারেনায় মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে ২-০ গোলে জিতেছে সিটি। দুই লেগ মিলে ৪-০ গোলের অগ্রগামিতায় শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে তারা।শুরুতে কেভিন ডে ব্রুইনে ইংলিশ দলটিকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান ইলকাই গিনদোয়ান।ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল সিটির ইতিহাদ স্টেডিয়ামে। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ভ্রমণের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে ম্যাচ বুদাপেস্টে সরিয়ে নেওয়া হয়। একই কারণে প্রথম লেগও হয়েছিল এই মাঠে। শুরু থেকে বল দখলে আধিপত্য করা সিটি সপ্তম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায়। জোয়াও কানসেলোর ক্রস ডি-বক্সে খুঁজে পায় ফিল ফোডেনকে। ইংলিশ মিডফিল্ডারের ভলি ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ফেরান গোলরক্ষক ইয়ান সমের। পরের মিনিটে ব্রিল এমবোলোর শট ফিরিয়ে জাল অক্ষত রাখেন সিটি গোলরক্ষক এদেরসন। দ্বাদশ মিনিটে ডে ব্রুইনের চমৎকার গোলে এগিয়ে যায় সিটি। রিয়াদ মাহরেজের পাসে ডি-বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে লক্ষ্যভেদ করেন বেলজিয়ান মিডফিল্ডার। বল ক্রসবারের নিচের দিকে লেগে জালে জড়ায়। অষ্টাদশ মিনিটে দ্বিগুণ হয় ব্যবধান। প্রায় মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে এগিয়ে ফোডেন পাস দেন ডি-বক্সের সামনে। ভেতরে ঢুকে ডান পায়ের নিচু শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন গিনদোয়ান। চলতি মৌসুমে সিটির সর্বোচ্চ গোলদাতা এই জার্মান মিডফিল্ডারের সব প্রতিযোগিতা মিলে গোল হলো ১৫টি। ৩৫তম মিনিটে ডে ব্রুইনের ফ্রি কিকে বল এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান সমের। ৬৬তম মিনিটে মাহরেজের শটও দারুণ দক্ষতায় ফেরান সুইজারল্যান্ডের এই গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধে অভিজ্ঞ রাহিম স্টার্লিং, সের্হিও আগুয়েরো বদলি হিসেবে নামেন; তবে উল্লেখযোগ্য কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেননি তারা। মনশেনগ্লাডবাখও পারেনি চ্যালেঞ্জ জানাতে। টানা চতুর্থবারের মতো ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতাটির কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার আনন্দে মাঠ ছাড়ে সিটি।

যে রেকর্ড মেসির কাছে সম্মানের

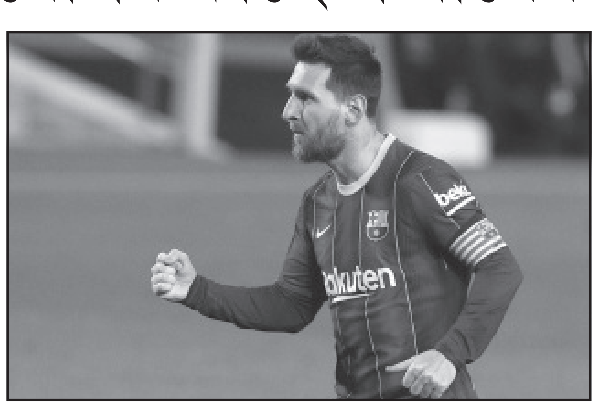

গৌরবদীপ্ত পথচলায় দারুণ সব অর্জনে টইটম্বুর লিওনেল মেসির ক্যারিয়ার। তবে এবারের কীর্তি বুঝি একটু বেশিই স্পেশাল। বার্সেলোনার মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড বলে কথা! মেসি নিজেও উচ্ছ্বসিত এই চূড়ায় পা রাখতে পেরে। লা লিগায় ঘরের মাঠে সোমবার বার্সেলোনার হয়ে নিজের ৭৬৭তম ম্যাচটি খেলেন মেসি। ক্লাবের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডে নাম লেখান চাভি এরনান্দেসের পাশে। আগামী রোববার রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে রেকর্ডটি একান্তই নিজের করে নিতে পারেন রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার। রেকর্ড ছোঁয়ার পর অনুভূতি প্রকাশের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বেছে নেন মেসি।"বার্সেলোনার হয়ে এতগুলো ম্যাচ খেলতে পারা সম্মানের। আমার সকল সতীর্থকে ধন্যবাদ, যারা বছরের পর বছর আমাকে সঙ্গ দিয়ে এসেছে। ধন্যবাদ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধদের, যারা সবসময় আমার পাশে থেকেছে।" রেকর্ড ছোঁয়ার ম্যাচ মেসি রাঙিয়ে তোলেন জোড়া গোল করে। ওয়েস্কার বিপক্ষে দল জেতে ৪-১ গোলে। এই পরিক্রমায় আরও একটি কীর্তি গড়া হয়ে যায় তার। এ দিনের দুটি মিলিয়ে এবারের লিগে তার মোট গোল হলো ২১টি। প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এ নিয়ে টানা ১৩ মৌসুম অন্তত ২০টি করে গোল করলেন তিনি। পিচিচি ট্রফির দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা সাবেক সতীর্থ লুইস সুয়ারেসের চেয়ে এখন তিন গোলে এগিয়ে মেসি।

আইপিএল'র স্পনসর এবার 'আপস্টক্স'

মুম্বাই, ১৭ মার্চ: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আইপিএল এবার শুরু হচ্ছে আগামী ৯ এপ্রিল থেকে। ৩০ মে পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছয়টি শহরে হবে এই আয়োজন। ভারতীয় বোর্ডের তরফে মঙ্গলবার জানানো হলো, আইপিএলের অন্যতম স্পনসর হতে চলেছে 'আপস্টক্স'। দেশে ডিজিট্যাল ব্রোকারেজ এই সংস্থা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, স্টক মার্কেট, ডিজিট্যাল সোনা কেনাবেচা ইত্যাদির মাধ্যম।

আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিল এই ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছে, "ভারতের অন্যতম সেরা এই ডিজিট্যাল ব্রোকারেজ সংস্থার সঙ্গে হাত মেলালো আইপিএল। এই চুক্তি বেশ কয়েক বছরের জন্য থাকবে।" আইপিএলের সভাপতি ব্রিজেশ পটেল বলেন, "আইপিএল ২০২১-এর অন্যতম স্পনসর হিসেবে আপস্টক্সের নাম ঘোষণা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এর প্রভাব তরুণ প্রজন্মের উপর পড়বে বলেই আমরা মনে করি।" আপস্টক্সের পক্ষে সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা রবি কুমার বলেন, "ভারতে ক্রিকেট শুধুমাত্র একটা খেলা নয়, মানুষের সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত একটি বিষয়। আর ভারতে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আইপিএল যেমন এক নতুন দিশা এনে দিয়েছে, তেমনি আপস্টক্সও দেশের অর্থনীতির দুনিয়ায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেউ দুই সংস্থার মধ্যেকার এই মিলই একে অপরের সঙ্গে আসতে সাহায্য করেছে। এখন পর্যন্ত ২৮ লক্ষের বেশি গ্রাহক আপস্টেক্স প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েছেন। ভারতের বিনিয়োগকারীদের দিকে লক্ষ রেখে বিনিয়োগকে সরল করার জন্যই আপস্টক্সের সূচনা।"

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai Tripura invites pa behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e-tender(s) vide PNIeT No. 16/EE/TLM/2020-21, Dt. 10/03/2021 for the following works up to 3.00 P.M. on 31/03/2021. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.govin from 10/03/2021 to 31/03/2021. Other necessary information can be seen in the Division office in office hour.

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	Renovation and interior work for blood bank at Teliamura Sub-Divisional hospital. DNIeT No: 20/EE/TLM/PWD(R&B)/2020-21.	Rs. 5,98,716.00	Rs. 5,987.00	30 (Thirty) Days	Appropriate Class

ICA-C-3436/21

(Er. G. Jamatia)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD(R&B).

CANCELLATION ORDER

The Press Notice inviting e-Tender No. - e-PT-XXXVII/EE/RD/STB/20-21 dt- 28/01/2021 & **subsequent DNIT No-** 135/EE/RD/STB/DNIT/2020-21 dt- 28/01/2021 which was floated for the work tender namely "Construction of dining hall at Kazirkhil High School under Abhoynagar GP of Hrishyamukh RD Block. **(PWD SoR2017)"** is hereby cancelled as no bidder participated in the above mentioned tender. Accordingly, the above mentioned DNIT is hereby cancelled in order to re-tender again & proper response to the intending bidders.

ICA-C-3442/21

Sd/- Illegible
Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

No. F. 12-41/ARDD/FPS/ 2010 **Dated, Agartala, the 10/3/2021.**

NOTICE INVITING e-TENDERS (e-NITS).

Total 5 nos. of e-Tenders are hereby invited on behalf of the Animal Resources Development Deptt., Government of Tripura from the Reputed, Bonafide, Registered Suppliers or their Local Authorized Distributors **"FOR PROCUREMENT OF PIG FEED, POULTRY FEED, DUCK FEED, CATTLE FEED & RABBIT FEED FOR LIVESTOCK AND POULTRY OF GOVERNMENT FARMS UNDER ARDD FOR THE YEAR 2021-2022."** The details of Tender, Quantity, Specification and Tender Documents are made available in the website(http://tripuratenders.gov.in and www.ardd.tripura.gov.in).

ICA-C-3429/21

Sd/- (Dr. K. Sasikumar)
Director
Animal Resources Dev. Deptt.
Government of Tripura
P. N. Complex : Agartala

2nd CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

Sl. No	Name of Article	Regis-tration	Engine No. & Chessis	Date & Time of	By Whom
01	**TATA ACE**	**TR01-R-1514**	Engine No: - 2751D106MZYSXXXXX & Chassis No: - MAT445056AVPXXXX	04.01.2021 at 01:50 PM	Sri Pranab Chandra Sarkar, Fr, A/o FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature of this day on 08-03-2021.

ICA-D-1681/21

Sd/- (S. Debbarma, TFS)
Sub Divisional Forest Officer
Sadar Sub Division, Agartala

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাজ্য সরকারের তৃতীয় বর্ষপূতি উপলক্ষে বড়দোয়ালী বিজেপি বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে ধন্যবাদ র‍্যালী করা হয়। ছবি নিজস্ব।

মায়ানমারের নাগরিকদের ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয়ে নীতি পর্যালোচনার আবেদন

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের ফলে উদ্ভূদ্ধ পরিস্থিতির জেরে সে-দেশের নাগরিকদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন মিজোরামের রাজ্যসভা সদস্য কে ভানলালভেনা। তাঁদের শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় প্রদানের জন্য জাতীয় নীতি পর্যালোচনা করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বাজেট অধিবেশনের শূন্যকালে মায়ানমারের নাগরিকদের প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেন ভানলালভেনা। তিনি জানান, প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনার পর থেকে সে-দেশের প্রায় ৩০০ নাগরিক মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৫০ পুলিশ কর্মী রয়েছেন। তিনি বলেন, মিজোরাম সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিকতার খাতিরে তাঁদের ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করেছে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সম্প্রতি এক নির্দেশিকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মায়ানমার সীমান্তঘেঁষা রাজ্যগুলিকে সে-দেশের নাগরিকদের আশ্রয় না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অসম রাইফেলসকে মায়ানমার থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্ত সিল করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

সাংসদ বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মায়ানমার থেকে মিজো জনগোষ্ঠীর নাগরিকরা নিরাপত্তার আশায় ভারতে শরণার্থী হিসেবে থাকতে চাইলে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। তাঁর কথায়, সারা বিশ্বে ভারত মানবিকতার প্রশ্নে শরণার্থীদের বড় আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে সকল অংশের মানুষের সে রাষ্ট্রেরই হোক তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। তিনি কেন্দ্রের কাছে মায়ানমারের শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান রেখেছেন।

সমস্ত ভারতীয়দের জন্যও বীরপুরুষ শেখ মুজিবর রহমান ঃ নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ''জাতির জনক'' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মানবাধিকার ও স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী জানিয়েছেন, সমস্ত ভারতীয়দের জন্যও হিরো হলেন শেখ মুজিবর রহমান। বুধবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'জন্মবার্ষিকীতে মানবাধিকার ও স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে শ্রদ্ধার্ঘ্য। তিনি সমস্ত ভারতীয়দের জন্যও বীরপুরুষ।' আগামী ২৬-২৭ মার্চ ঢাকা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী টুইট করে লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক মুজিববর্ষ উদযাপনের জন্য চলতি মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশ সফর আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের।'

বাংলদেশের জাতির জনককে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও। টুইট করে এস জয়শঙ্কর লিখেছেন, 'জন্ম শতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর আদর্শ বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে ঐতিহাসিক মুজিব বর্ষ উদযাপন করতে পারবে ভারত, এজন্য ভারত গর্বিত।'

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ২৬-২৭ মার্চ বাংলাদেশ সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর। ঢাকা সফরের সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে তিনি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন নরেন্দ্র মোদী।

২৪ ঘন্টায় ৯.৬৯ লক্ষাধিক, ভারতে ২২.৯২-কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): চিন্তা বাড়িয়ে ভারতে দ্রুত বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২.৯২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৯,৬৯,০২১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২২,৯২,৪৯,৭৮৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের বেড়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ১০,৯৭৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৭,৭৪১ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৯,০৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৮৮ জনের।

ভয় বাড়াচ্ছে ব্রাজিলের করোনা পরিস্থিতি! ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২,৭৯৮ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ১৭ মার্চ (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল ব্রাজিল। ব্রাজিলে গত কয়েকদিন ধরে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু-মিছিলও। সেই ট্রেন্ড অব্যাহত রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২ হাজার ৭৯৮ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪,১২৪ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৮২ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ৭৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৪০০-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ব্রাজিলে।

বদলি হল মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার, দায়িত্বে নাগরালে

মুম্বই, ১৭ মার্চ (হি. স.) : শিল্পপতি মুকেশ অম্বানী-র বাড়ির সামনে বিস্ফোরক উদ্ধারকাণ্ডে পুলিশকর্মী সচিন ভাজের গ্রেফতারের পরই তড়িঘড়ি বদলি করা হল মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংকে। নতুন কমিশনার পদে দায়িত্ব নিচ্ছেন হেমন্ত নাগরালে। বুধবার টুইটে এমনটাই জানান রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ।

অনিল দেশমুখ জানান, পরমবীর সিংকে সরিয়ে পুলিশ কমিশনার পদে বসানো হচ্ছে হেমন্ত নাগরালেকে। এবার থেকে মহারাষ্ট্রের হোম গার্ড দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন পরমবীর সিং। মহারাষ্ট্র পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল হেমন্ত নাগরালে দায়িত্ব সামলাবেন পুলিশ কমিশনারের। এছাড়াও রাজনীশ শেঠ এডিজিপির দায়িত্ব সামলাবেন। সঞ্জয় পাণ্ডে রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাবেন।

সূত্র মারফত জানা গেছে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মুকেশ অম্বানীর বাড়ির সামনে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি উদ্ধার কাণ্ডের তদন্তে পুলিশ অফিসার সচিন ভাজের নাম জড়াতেই আধিকারিকদের দায়িত্বভারে পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগও এনেছেন এনআইএ। ইতিমধ্যেই অভিযোগ আনা হয়েছে যে, সচিন ভাজে শিবসেনার সদস্য হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে তাঁকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে, ঠাকরে সরকারের তরফেও অভিযোগ করা হয়েছে যে, সম্প্রতি এক বিখ্যাত সাংবাদিককে গ্রেফতার করেছিলেন সচিন। তারপর থেকেই হিটলিস্টে ছিলেন সচিন। প্রসঙ্গত, এর আগে, শিনা বোরা মামলার সময় রাকেশ মারিয়াকে মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে হোম গার্ড বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তাঁর জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হেমন্ত নাগরালেকে।

ভেঙে পড়ল মিগ-২১ মৃত্যু পাইলটের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): রুটিন প্রশিক্ষণের সময় ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি মিগ-২১ বাইসন এয়ারক্রাফ। বুধবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য ভারতের একটি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ গুপ্তা। বুধবার সকালে বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে কমব্যাট ট্রেনিং মিশনের জন্য টেক-অফের কিছু পরই ভেঙে পড়ে বিমানটি। ভারতীয় বায়ুসেনা বিবৃতিতে জানিয়েছে, বুধবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ গুপ্তাকে হারিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনা। কী কারণে দুর্ঘটনা। তা জানার জন্য তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

টুম্পার সুরেই নতুন গানে ভোটের প্রচার বামেদের

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দেওয়ার ডাক দিতে বামেরা ব্যবহার করেছিল টুম্পার জমাটি গান। এবার 'বুক চিতিয়ে জোটে ভোট' দেওয়ার আহ্বান। বাংলায় নিজেদের পালে হাওয়া লাগাতে ফের 'টুম্পা সোনা'র দ্বারস্থ বামেরা।

অতি পরিচিত এই আইটেম নম্বরের আরও একটি প্যারোডি তৈরি করে ফেলেছেন বামমনস্ক দুই যুবক। প্রথম গানটির মতো সাড়া ফেলেছে টুম্পা সোনার দ্বিতীয় ভাগও। টুম্পা সোনার প্রথম প্যারোডিতে বলা হয়েছিল, 'টুম্পা/তোকে নিয়ে ব্রিগেড যাব/টুম্পা/চেন ফ্ল্যাগে মাঠ সাজাব/টুম্পা/২৮ শে তুলব আওয়াজ/টুম্পা/মোদি-দিদি সব ভোগে যাক।' আর দ্বিতীয় প্যারোডিতে বলা হয়েছে,"একুশে ঘুরবে খেলা/চাকরি আর ভাতের থালা/যারা সব বলেছিল পাকা চুলে ভরে গেল/ বামেদের ইয়ং ব্রিগেড বুক চিতিয়ে পাঙ্গা নিল। টুম্পা তোকে নিয়ে ভোট দেব/ টুম্পা জোটে ভোট বুক চিতিয়ে/ টুম্পা বিজেমূল ভোগে যাবে/ টুম্পা লালে-লাল বাংলা হবে।

গানের স্রষ্টারা এবার আর শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছেন না। পরিকল্পনায় এই প্রজন্মের সেরা দুই পরিচালক সৌরভ পালধি আর সৈকত ঘোষ। তাঁরা জানান, "আমাদের কথা যত বেশি জায়গায় পারি শুনিয়ে আসবো।" আসলে বামেরা চাইছে পুরাতন গণসংগীতের ধাঁচে এই প্যারোডিগুলি মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে। সেই লক্ষ্যে বুধবার যাদবপুর থেকে শুরু হয় বামেদের 'হল্লা গাড়ি'র যাত্রা। এই 'হল্লা গাড়ি'র মাধ্যমেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শোনানো হবে এই গানগুলি।

এই গানের দুই স্রস্টা জানিয়েছেন, "এসময়ের কয়েকটা গান প্যারোডি করেছি। রাস্তায় মানুষের কাছাকাছি ওই পরিচিত সুরে তার নিজের জীবনের কথা বসিয়ে গাইবো আমরা। তাঁদের তৈরি গানের এই পারোডিগুলি রাস্তায় নেমে সরাসরি ভোটারদের শুনিয়ে আসতে চান তাঁরা।

লোকসভায় হুইপ জারি আচমকা বাতিল স্মৃতি ইরানি রবি কিষাণের নির্বাচনী জনসভা

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তালিকাটা বেশ লম্বা, রাজ্য তো বটেই কেন্দ্রের তাবড় নেতারা নিয়মিত আসছেন পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে। কিন্তু বুধবার প্রায় শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সভা।

বাঁকুড়ার শালতোড়ায় জনসভা করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই সফর বাতিল করেছেন মন্ত্রী। বাতিল হয় গোরক্ষপুরের সাংসদ রবি কিষাণের সভাও। এদিন ১১টায় সালতোরা কেন্দ্রে, ১টা ২০-তে চন্ডীপুর কেন্দ্রে এবং ৩ টে ২০-তে পিংলা কেন্দ্রে ছিল স্মৃতি ইরানির জনসভা। অন্যদিকে, ১১টা ৫-এ দাঁতন কেন্দ্রে ছিল রবি কিষাণের জনসভা এবং ১২টা ২০-তে পশ্চিম মেদিনীপুরে খরিদাবাজারে তাঁর পথযাত্রা। কারণ হিসেবে দলের তরফে জানানো হয়, লোকসভায় সাংসদদের উপস্থিতিতে বাধ্যতামূলকের হুইপ জারি করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস নেতাকে গুলি করে খুন

ছত্তরপুর, ১৭ মার্চ (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরের ভিড় রাস্তায় স্থানীয় কংগ্রেস নেতাকে গুলি করে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য। বুধবার দুপুরে ইন্দ্র প্রতাপ পরমার (৪৫)-র উপর কয়েকজন আততায়ী এই হামলা চালায়। ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ছয়জন আততায়ীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দুস্কৃতীদের খোঁজ দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণাও করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ছত্তরপুরের গুভারা ব্লকের সভাপতি প্রতাপ সিং পরমার এদিন দুপুরে রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় আচমকাই তাঁর উপর চড়াও হয় ছয়জন দুষ্কৃতী। বাইকে চেপে এসে তাঁরা প্রতাপকে ঘিরে ধরেন ও গুলি চালান। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই কংগ্রেস নেতা। গুলির আওয়াজে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আততায়ীরা পালিয়ে যাওয়ার পরই ঘটনাস্থানে উপস্থিত লোকজন ওই কংগ্রেসকর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রতাপের মৃত্যুর পরই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। তাঁর পরিবারের লোকজনেরা হাসপাতালে ভাঙচুর চালান। ময়নাতদন্তের পর কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় প্রতাপের মৃতদেহ পাঠিয়া গ্রামে পাঠানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ, পুরনো কোনও শত্রুতার জেরেই ওই কংগ্রেসকর্মীকে খুন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্তের জন্য ১৫ সদস্যের একটি পুলিশ দল গঠন করা হয়েছে ও অভিযুক্তদের খোঁজ দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

লালগড়ে নির্বচনী জনসভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ মমতা ব্যানার্জীর

ঝাড়গ্রাম, ১৭ মার্চ (হি. স.) : আমাদের সরকার সব কিছু করেছে আর বিজেপি সরকার কিছু করে না। শুধু হামলা করে আর কুৎসা করে। বাইরের থেকে একগাদা নেতামন্ত্রী নিয়ে আসছেন। আমফান, মাওবাদী সময়, মানুষ মারা যাওয়ার সময়, হাতির হামলায় মানুষের প্রাণ গেলে ওদের টিকি দেখা যায় না। আর নির্বাচনের সময় এসেছে টাকা বিলাতে আর মিথ্যা কথা বলতে। ওদের বলে দিন, আর বিদায় দিন। মানুষকে বাঁচতে দিন। ধান্দা বাজ, দাঙ্গাবাজ বিজেপিকে চাই না। লালগড়ের নির্বচনী জনসভা থেকে বিজেপি এভাবেই আক্রমন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার গোপীবল্লভপুর এবং লালগড়ে মানুষের জন জোয়ার।ঝাড়গ্রাম জেলার দুটি প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসী সহ সাধরাণ মানুষের জনপ্লাবন প্রমান করে দিল জঙ্গলমহল রয়েছে রাজ্যের মুখ্যন্ত্রীর পাশে।মুখ্যমন্ত্রী বলে গেলেন আমার উপর ভরসা রাখুন।বিজেপি সব দখল করে নেবে।আমি জঙ্গলমহলের মানুষদের ত্রিশ হাজার চাকরি দিয়েছিয়।সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল,বিশ্ববিদ্যালয়, স্টেডিয়াম,কলেজ,আইটিআই, কিষান মান্ডি সেতু সব আমি করে দিয়েছি। আর জঙ্গলমহলে মমতার সভায় জনজোরায়।যখন জঙ্গলমহলে বিজেপির জেপি নাড্ডা ,অমিত সাহ,শুভেন্দু অধিকারীদের মিছিল,সভায় মানুষের উপস্থিত নেই,বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতাদের সভা বতিল করতে হয়েছে।সেই জায়গায় মমতা বন্দ্যোবাধ্যায় মাত্র দুটি বিধানসভায় মিটিং করে জঙ্গলমহলের হাওয়া যে ঘুরে গিয়েছে তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।গোপীবল্লভপুর থেকে লালগড় জনজোয়ারে ভেসে গেল।তিনি বলে গেলেন তৃণমূলের উপর আস্তা রাখুন। তৃণমূলই আপনাদের কে দেখে রাখবে।বিজেপি লুট করবে। এদিন বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বাহারুনা এবং ঝাড়গ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত লালগড় ভিলেজ মাঠে চার প্রার্থীর হয়ে প্রচার জনসভায় মমতা ম্যাজিক আবারও কাজ করল।মুখ্যমন্ত্রীর ভাষন শোনার জন্য দলে দলে মানুষ ভীড় জামিয়েছিল দুটি সভাতেই।লালগড় ভিলেজ মাঠে এবং বাহারুনাতে মুখ্যমন্ত্রী যখন পৌছালেন তখন মাঠে উপচে পড়া ভীড়।মামতা বন্দ্যোপাধ্যের বক্তব্য শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত শুনলেন মানুষ।

উল্লেখ্য ফেব্রুয়ারী মাসের নয় তারিখ এই মাঠে সভা করেছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।যেখানে মানুষের উপস্থিতি ছিল নেহাত কম।নাড্ডার ভাষনের সময় মানুষ জন উঠে চেলে গিয়েছিলেন।ওই দিনই লোক না হওয়ায় ঝাড়গ্রামের সভা বাতিল করেছিলেন।অন্যদিকে পনেরো মার্চ ঝাড়গ্রামের সার্কস ময়দানে সভা বাতিল করেছিলেন স্বারাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহা।সেই সভাতেও লোক তেমন ছিল না।তার মোবাইলে ভাসনের সময় মানুষ উঠে চলে গিয়েছিলেন।ঝাড়গ্রাম মুখ্যমন্ত্রীর হাতের তালুর মতো চেনা।এক সময় অনুন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু ঝাড়গ্রাম জেলার বেলাপাহাড়ি থেকে শুরু করে লালগড় সর্বত্র ছিল একই ছিল।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে মনে করিয়ে দেন কি ছিল ঝাড়গ্রাম।বর্তমানে এই তৃণমূল সরকারের আমলে জেলায় সুপারস্পেশালিটিহাসপাতাল, আইটিআই,সেতু,বত্রিশ হাজার কর্মসংস্থান,মন্দির সংস্কার,ভাষার স্বিকৃতি,কুড়মি ডেভলপমেন্ট বোর্ড, বিনা মূল্যে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ড,তপিশিলি জাতির মানুষজের জন্য ভাতা,কৃষি বিমা, সবাই পাচ্ছেন চাল সহ সমস্ত ক্ষেত্রে ঢালাও উন্নয়ন হয়েছে। এবার থেকে চারমাসে দুয়ারে প্রশাসন হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।